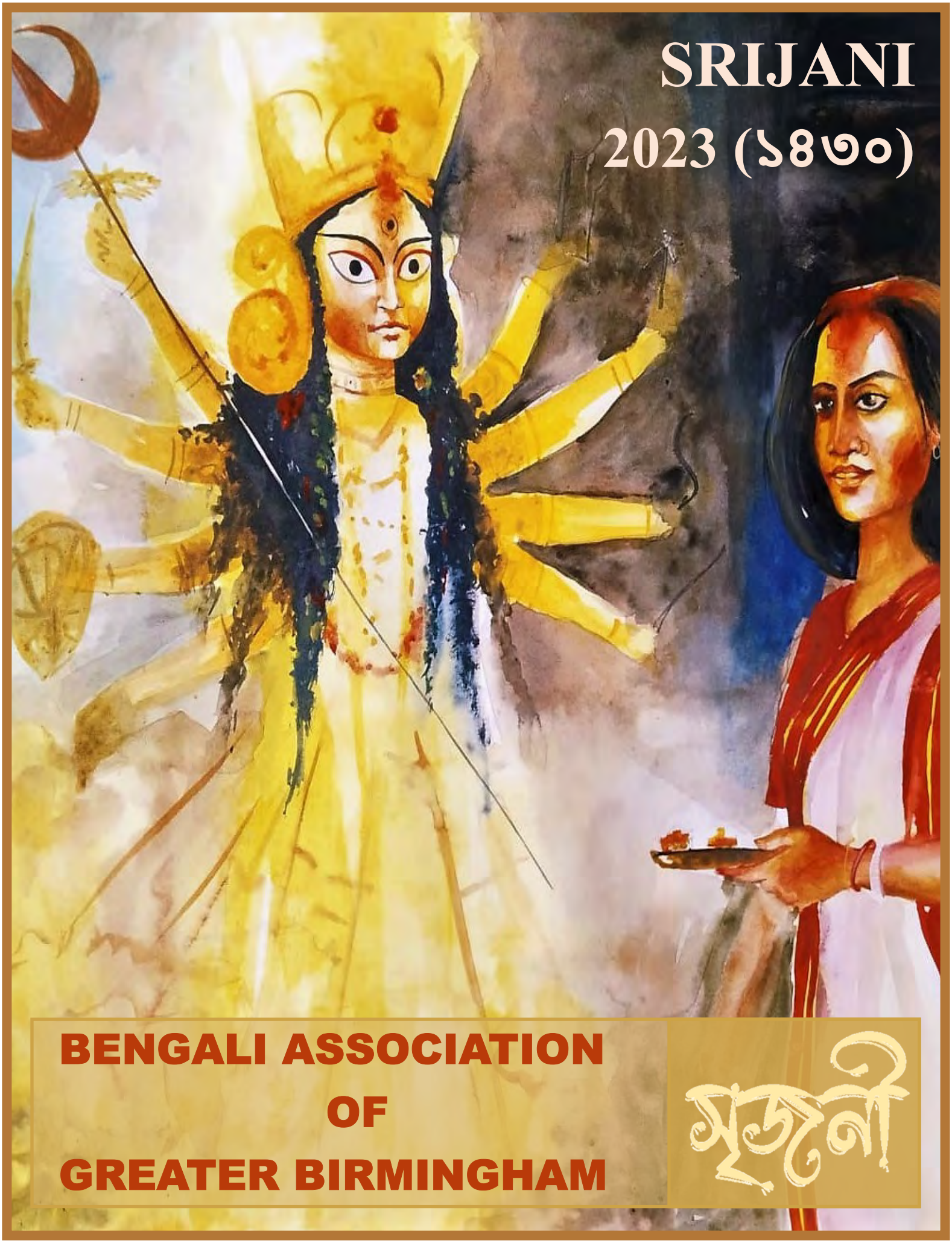
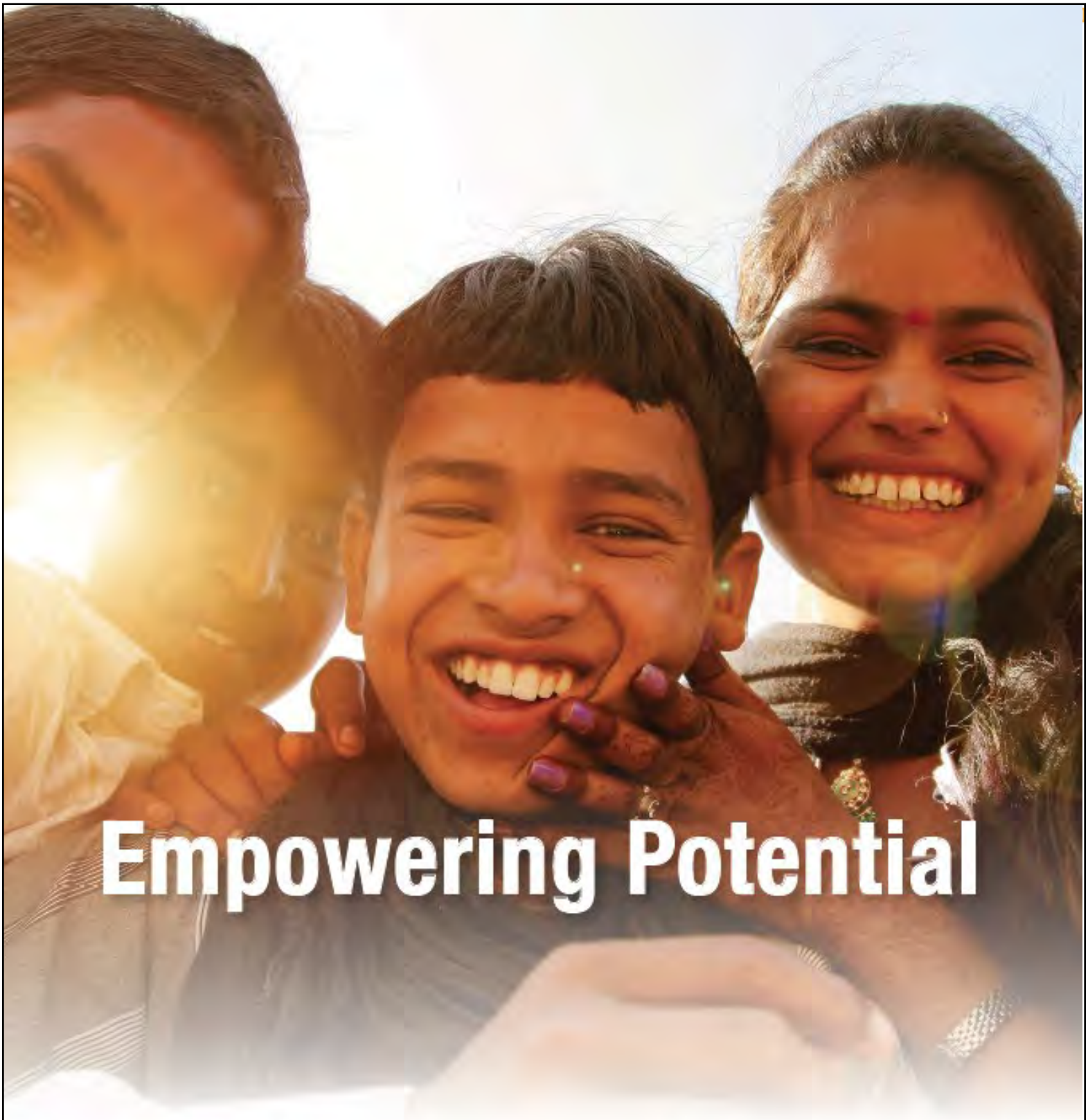


SRIJANI

2023 (১৪৩০)

BENGALI ASSOCIATION OF GREATER BIRMINGHAM

সৃজনী



WE EMPOWER POTENTIAL.

At Bryant Bank, we care because Alabama is our home. Our vision is to see every Alabamian experience a financially stable future and live in a thriving community. We put care into action to help others invest in their full potential.

Personal, Business, and Mortgage Banking Services

We care because it matters.

See how at BryantBank.com

BRYANT BANK

NMLS 582867

Bengali Association of Greater Birmingham (BAGB)

Board of Directors



Sati Nath



Susmita Paul Das



Dibyendu Chakraborty

Executive Committee

President



Shreyashi Ghosh

General Secretary



Arnab Ganguly

Treasurer



Shreyasi Bhattacharya

Secretary-in-Charge of

Cultural Affairs



Shreyashee Ghosh

Special Events



Abhishek Guha

Food



Barnita Guha Haldar

Communication



Glenny Brook

Disclaimer: All opinions, beliefs and viewpoints expressed in articles are those of the authors, and do not necessarily reflect the opinions, beliefs and viewpoints of the magazine editorial team.



CONTENTS

Acknowledging the Sponsors	BAGB EC	6
President's Note	Shreyashi Ghosh	7
The Art Corner	Kid and Adult Category	8
Morning Time	Tia Banerjee	10
The Art Corner	Kid and Adult Category	11
আলোকের এই ঝর্ণাধারায়	পিয়ালী দাস	14
Yes & No, Traffic & King	Aarvi Shah	17
Art Work	Adult Category	18
BAGB EVENTS (2022-2023)	BAGB EC	19
পোকাদের পঞ্চায়েত	তথাগত দাস	22
Art Work	Adult Category	22
A Short Recollection of My Life and Learning in Santiniketan	Dr. Sugata Sen	24
আদর	সোমা মুখোপাধ্যায়	25
Food Recipes	Mukta Joshi	26
Beating the Pandemic Blues: Seeing America Through its Museums	Sanjay Singh	28
ফেরিওয়ালা	শিল্পীতা পাল	32
Shishu Shromik	Prabir Kumar Sengupta	34
বার্মিংহামের দুর্গোৎসব	Arunava Roy	35
Loved	Sati Nath	37
LAZY BONGS	Arnab Ganguly & Abhishek Guha	38
করোনা বাস্তবতা	শুভশ্রী নন্দী	42
আফ্রিকায় বুনো হাতির খোঁজে	জবা চৌধুরী	43

CONTENTS

স্মৃতির বালুকাবেলায়	Dr. Susmita Dasgupta	46
Ark Work	Kid and Adult Category	47
রূপকথার মতো	Avraneel Paul	48
LOVE IN THE LIBRARY	Glenny Brock	55
ফিরে দেখা	BAGB EC	57
BAGB's Initiative for Sculpting New Durga and Saraswati Idols	Arnab Ganguly	61



BAGB would like to acknowledge **Mr. Barnak Sarkar** (Nephew of Piyali Das), for his above illustration used on the front cover of Srijani 2023.

Thank you

To Our Durga Puja 2023 Sponsors

Business Sponsors

Grand Sponsors

Zeus Diamonds

Gold Sponsors

Desi Brothers_Farmers Market
Hoover Groceries
Bawarchi Biryanis_Indian Cuisine

Personal/Family Sponsors

Grand Sponsors

Dora Singh and Sanjay Singh
Rita Basu and Ananda Basu
Sati Nath, Orunima Banerjee and Anondo Banerjee

Gold Sponsors

Barnita Guha Haldar and Sounick Haldar
Basanti Roy and Bhaskar Roy
Bishaka Sen and Sanjeev Chaudhuri
Shreyashi Ghosh and Pramit Sengupta
Shreyasi Bhattacharya and Arnab Basu

Silver Sponsors

Antara Ganguly Mukherjee and Arnab Ganguly
Purba Mukherjee and Shubhasish Mukherjee

President's Note

মর্ত বাসী আকুল হয়ে
দিন গুনছে যখন,
মা দুর্গা পাড়ি দিলেন
নৌকা যে তাঁর বাহন।
বাংলার বুকে হোক
কিম্বা বার্মিংহামে
বাঙ্গালী দের উচ্ছাস
আর কি করে দমে।
ম্যাজিক সিটির চতুর্দিকে
পূজো পূজো রব।
পূজোর ভেনু, বাজার,
জোগাড়, তৈরী দেখো সব।
কালচারাল প্রোগ্রামটা
ছকে হোলো বাঁধা
খাওয়ার মেনু রেডি,
কবে কী কী রাঁধা।।
একটি দিনেই নিচ্ছে সবাই
চারটি দিনের মজা
বাংলার মাটি ভুলে থাকা,
নয়গো মোটেই সোজা!
এই দিনটায় ইচ্ছে ডানা
পেখম্ দেয় মেলে,
উড়িয়ে নিয়ে যায় আমাদের
বঙ্গ ধরাতলে ।।









All of us have this dream. Dream to rush back to our soil where our roots belong, specially during such festive seasons. Dream to celebrate Durga Puja with our close ones, in our very own special way.

For the last thirteen years, *Bengali Association of Greater Birmingham*, BAGB has been celebrating Durga Puja in Birmingham, Alabama. This is a humble attempt to give shape to this dream of hundreds of Bengalis in and around Birmingham.

With folded hands, I bestow my respect to the creators of our association because without them this association would not have existed, and our current team would not have had the opportunity to serve the community.

To end my note, I want to convey my sincere thanks to the hardworking team that has been working selflessly, behind the scene to give the community people, a flavor of Durga Puja celebration and much more.

With warm regards

Shreyashi Ghosh

2023 BAGB President

The Art Corner



By Velvet Majumdar (Age 13y)
Grade 7, East Samford School, Auburn AL



Cosmic Shiva By Vedika Sharma
Grade 7, Bumpus Middle School



Chokkhu Daan By Koushani Sarkar
(Niece of Abhishek Guha)
Class VIII, Age 13y



A Lion By Priyesh Sengupta
Grade 4, Oak Mountain Intermediate School
Hobbies: Swimming, Exploring new places, Taekwondo

© BAGB 2023

The Art Corner





By Aparajita Kundu
Kindergarden, Age 5y
Glen Iris Elementary School





By Torsha



By Teesta



By Amaira Banerjee
Kindergarden, Age 5y
Vestavia Hills Elementary Liberty Park

© BAGB 2023

The Art Corner



By Sauraseni Roy
(Niece of Piyali Das),
Class UKG, Age 5y



By Areen Mukherjee
Grade 7, Age 12y
Oak Mountain Middle School

Morning Time

Tia Banerjee

When you wake up,
A certain time,
A bird peeps soon
very fine

A little hot,
A little cold,
If it is very windy,
Please grab hold.

If you can hear,
the bird that peeps,
You are in
for a treat.



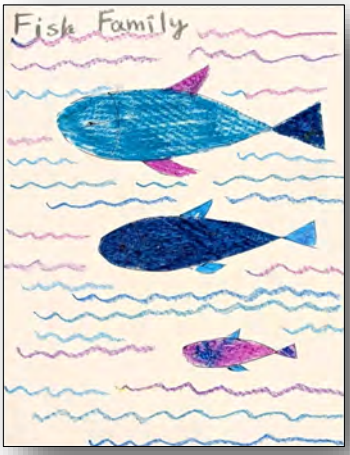
Monsoon Drawing By Tia Banerjee,
Grade 3, Oak Mountain Elementary

© BAGB 2023

The Art Corner



By Adrish Ghosh (Mimo), Age 2y







By Shivangshu Haldar Banerjee, Age 4y
Pre-Kindergarten, Primrose School of Meadowbrook



By Arna Mukherjee (3y) and
Anwesha Roy
UAB Child Development Center



By Aryahi Shil,
Grade 2, Spoede Elementary, St. Louis, MO



By Omkar Shil,
Grade 7
Ladue Middle School,
St. Louis MO

© BAGB 2023

The Art Corner









Illustration

By Shankar Pal

 © BAGB 2023


WRS
Way Ray Shelton
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
WRS Financial Services, LLC
Wealth Management Services
Affiliated company of
Way, Ray, Shelton & Co., P.C.
Certified Public Accountants & Business Consultants
216 McFarland Circle North
Tuscaloosa, AL 35406
Telephone 205/345/5860 Fax 205/345/5883
www.wrscpa.com

।। আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ।।

পিয়ালী দাস

সাড়ে তিন বছর আগে যখন প্রথমবার দেশ ছেড়ে আমেরিকার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিলাম তখন কোনো দুর্লভ মুহূর্তেও ভাবিনি যে বার্মিংহাম আলাবামাতে এই রকম একটা ভালো বাঙালি কমিউনিটি পেয়ে যাবো আর সেই কমিউনিটির বাৎসরিক ম্যাগাজিনে নিজের লেখা ছাপাবো। কারণ লেখালেখি বা যেকোনো কালচারাল ব্যাপারে আমি বরাবরই পিছিয়ে। ঘরে দুই দিদি বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী হলেও আমার বসবাস ছিল বিজ্ঞান বিভাগে। তাই সাহিত্য ঝরবে আমার কলম হইতে … নৈব নৈব চ…।

সে সাহিত্য না ঝরুক তবে মাঝে মাঝে ইমোশনে সুরসুরি লাগলে আমার ছোটবেলার মিষ্টি স্মৃতিগুলো লেখনী দিয়ে বেরিয়ে আসে কখনো সখনো। BAGB এর ম্যাগাজিনে লিখতে হবে এই অর্ডার যখন আসলো সতীদির তরফ থেকে তখন আর কি করা… । একটু অতীতে ফিরে গিয়ে আমার ছাত্রী বেলার স্মৃতির সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম। অসংখ্য টক ঝাল মিষ্টি স্মৃতির ভিড়ে চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিলো প্রায়। তাই তাড়াতাড়ি একটি মজার ঘটনাকে টুক করে বেছে নিলাম।

ঘটনাটি হলো আমার মাস্টার্স এর সময়কালের। কৃষ্ণনগর গভর্মেন্ট কলেজে আমি তখন Zoology বিভাগে ফাইনাল ইয়ার এ পাঠরতা। কলেজে কিছুদিন আগেই নতুন ছাত্রছাত্রী এডমিশন নিয়েছে। তাদের নবীনবরণ দেওয়ার প্ল্যান হচ্ছিলো আমাদের মধ্যে। আর এরই সাথে সামনে পূজোও আসছিলো, আর শিক্ষক দিবস ও ছিল কাছেই। তাই শিক্ষক দিবসের দিন টিঁই ধার্য হলো এক ঢিলে তিন পাখি মারার জন্য।

সেই মতো কালচারাল প্রোগ্রামের জন্য সবার নাম নেওয়া শুরু হলো। আমাদের ক্লাস এও অনেকে উৎসাহিত ছিল একটা প্রোগ্রাম করার জন্য। গর্ব করেই বলতে হবে বন্ধুত্ব বেশ গাঢ় ছিল আমাদের, তাই কেউ আলাদা আলাদা প্রোগ্রাম করতে রাজি হলো না। তাই ঠিক হলো সবাই মিলে একসাথে একটি সংগীত পরিবেশন করবো।

আমাদের দুই বন্ধু শুভদীপ ও মনীষা তখনও গান বাজনার সাথে যুক্ত এবং যথেষ্ট চর্চাও রাখে। বাকি কিছুজন ছোটবেলায় গাইতো, তারপর হারমোনিয়ামে ধুলো পড়েছে আর কারোর বা সেসব বিদায় হয়েছে বহুযুগ আগে। আর কিছুজন যারা কস্মিনকালেও গানের 'গ' ও জানে না। বলাই বাহুল্য উল্লেখিত শেষ বিভাগের অন্তরভুক্ত আমি।

সে যাই হোক ওই সেই দুই বন্ধু আশ্বস্থ করলো যে ওরা লিড করবে আর আমরা পিছনে দাঁড়িয়ে গলা মেলাবো। সেই মতো শুরু হয়ে গেলো রিহার্সাল। ৫-৬ দিনের টানা প্রাকটিস শেষে উপস্থিত হলো 'সেই' দিন। যেহেতু আমরা ডিপার্টমেন্টের তৎকালীন সব চেয়ে বড়ো ক্লাস ছিলাম এবং সবাই মিলে অংশগ্রহণ করছিলাম, তাই উদ্বোধনী সংগীত এর দায়িত্ব পড়েছিল আমাদের-ই কাঁধে। প্রোগ্রাম এর জন্য ৩টি মাইক দেওয়া হয়েছিল। যার একটিতে সংগীত জানা সেই দুই বন্ধু দাঁড়ালো আর বাকি দুটিতে আমরা বাকি সকলে। পূর্বনির্ধারিত শর্ত মতো ওরা দুজন প্রথম শুরু করবে, এবং আমরা তারপরে গলা মেলাবো। কিন্তু এখানেই বাঁধলো একটা মস্ত বড়ো গোল। অডিটোরিয়াম ভর্তি লোক, স্যার ম্যাডামদের উপস্থিতি, প্রথম কলেজ প্রোগ্রামে পার্টিসিপেশন, সামনে মাইক, আর না জানি কত কিছুর এক্সসাইটমেন্টে আমরা 'গাইতে না জানা' দলের সবাই হঠাৎ করে গাইতে শুরু করে দিলাম প্রথমেই।

"আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও …"



সে এক অদ্ভুত আশ্চর্যজনক বেসুরো গান গেয়ে চললাম আমরা সকলে। যার মাঝে ওই দুই বন্ধুর গলার স্বর প্রায় শোনাই যাচ্ছিলো না। হল ফাটানো বেসুরো উদ্বোধনী সঙ্গীতের ঝড় চললো কিছুক্ষন ধরে। শেষমেষ সমাপ্ত হলো সেই অনবদ্য গান। ঘর ফাটানো হাতে তালি যেন জোরে জোরে আমাদের বলে চললো অনেক হলো, এইবার থামো...। ইতিমধ্যে ওই দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওরা হতাশ চোখে চেয়ে আছে আমাদের দিকে, আর যেন কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে। ততক্ষনে আমাদেরও মনে হতে শুরু করেছে যে আমরা একটা নজির গড়ে ফেলেছি। যুগে যুগে উপস্থিত সকলে এই আলোক ঝর্ণাধারা ভুলতে পারবে না। কিন্তু আমার মনে অল্প অল্প রাগও হচ্ছিলো, কারণ ওই দুই বন্ধুর ভরসায় ভর করেই তো আমরা মাঠে নেমেছিলাম। ওরা কেন ঠিকমতো গাইলো না। ওদের তো গলা শোনাই গেলো না। সবশেষে ওরা যেটা বললো সেটা শুনে সেদিনও যেমন হেসেছিলাম আজ ঠিক তেমনি হাসতে থাকি যখন মনে পরে।

ওরা ঠিক করেছিল উপস্থিত সকলকে একটা শুভেচ্ছাবার্তার মাধ্যমে সংগীত পরিবেশন শুরু করবে। কিন্তু সেসবের তোয়াক্কা না করেই আমরা ডিরেক্ট গান ধরলাম। তারপর ওরা যখন গান ধরল তখন বুঝতে পারলো যে ওদের মাইকটা তো কাজই করছে না। খালি গলায় বেচারারা তারস্বরে চিৎকার করেও মাইকে গাওয়া বেসুরো বেতালাদের কাছে হার মানলো। আমরা একটু ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করলে হয়তো ওদের ইন্ট্রোডাক্টরি লাইনটা বলতে পারতো ওরা। আর সাথে করে মাইক এর কন্ডিশন টাও যাচাই হয়ে যেত। আর শ্রোতারাও কয়েক মিনিটের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেতো। তাই বড়োরা বলেন যে, জীবনে যে কোনো কোনো সময়ে সহ্য ও ধৈর্য রক্ষা অত্যন্ত জরুরি!

তবে হ্যাঁ, বাস্তবে যদি আমরা সত্যিই সেদিন ধৈর্য ধরতাম তাহলে আমাদের মেমরিতে ওই দিনটা এতো মজার হয়ে দাগ কেটে যেত না। আর আজকে আমার সেই সকল প্রিয় বন্ধুদের থেকে এতদূরে বসে এতবছর পর বার্মিংহাম এর পূজো ম্যাগাজিনে দেওয়ার মতো এতো মজার আর সুন্দর টপিক ও তো থাকতো না আমার কাছে।

সেই জন্যই তো কথায় আছে...

"যা হয় মঙ্গল এর জন্যই হয়..."

****

Bio: ২০২০ সালের জানুয়ারী মাস অবদি জন্ম ও বিবাহ, উভয় সূত্রেই নদীয়া জেলার চাকদহ শহরের বাসিন্দা ছিলাম। অভিষেক (Husband) -এর কর্মসূত্রে বার্মিংহাম, আলাবামা হল বর্তমান ঠিকানা। গত একবছর ধরে UAB -এর Neurology ডিপার্মেন্ট এর একটি ল্যাব-এ ল্যাব ম্যানেজার হিসেবে কর্মরতা। প্রফেশনের বাইরে সুখীগৃহকোনে প্রথমেই আমি একজন 'proud mummy', যে সাজতে ও সাজাতে, রান্না করে খেতে ও খাওয়াতে ভালোবাসে। Guiter-এ রবীন্দ্রসংগীত শোনার মতোই আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে মুক্ত চিন্তার মাধ্যমে গ্রহণ করে বাঁচতে বিশ্বাসী, আমি পিয়ালী দাস।।

Enjoy Tandoori (BBQ) Chicken, Lamb, Seafood, Curries, Rice, Freshly Baked Breads and more www.tajindia.net

Taj India
Fine
INDIAN CUISINE

TANDOORI GRILL, CURRY HOUSE & BAR

Call Taj India for all your catering needs! No Catering is too small or too big. Just give us a call!

(205)-939-3805

3028 Clairmont Ave South,
Birmingham, AL 35205

Taj India
205-939-3805

Sitar indian cuisine
An Authentic Indian Restaurant

Birendra Thapa

Owner/Chef

mailtositar@gmail.com

http://www.sitaruab.shop/

|| Catering Service is Available ||

(205) 323-6500

1801 4th Ave S Suite 115,
Birmingham, AL 35233

|| Yes & No, Traffic & King ||

Aarvi Shah

10th Grade, Indian Springs School

Yes, She was born in the country with three letters
Distinct and distinguished, the country of privilege
The country of tolerance and abundance

No, She was born in that country- not the other one
In that side of the jumbled up world
Who cares, right? That population is so much in abundance

Yes, She was the princess of the house
Bassinets and blankets, bottles and burps
Crib and cuddles and warm fuzzy hugs

No, The world is not safe for small girls, the mom said
You have to grow up and start helping in home
No one should touch you and definitely no hugs

Yes, you can skip eating the beans today
Mom said, knowing full well that organic smoothie
In the morning - was full of kale

No, we can't have both rice and bread
Its one or the other - with some beans in watery sauce
we can't afford any veggies- especially, the green kale

Yes, you can choose both Tennis and Swim
Dancing is must if you don't want Debate
That college application will start filling itself



Illustration By Sarbodeep Paul

No, school is not an option now that you are ten - nor is staying home
Shoe factory starts early morning and cooking in the evening
Dinner is definitely not going to cook itself

'Yes Mom!' She screamed - 'I already know'
These bees and birds crap that you talk about
TikTok taught me a long time ago

'No mom' she sighed 'No body touched me again'
I know I have to be careful out there- she mumbled
She knew she lost it a long time ago

Yes, the sweet sixteen will be amazing
Limo and apple cider in champagne glasses
With all my close friends - She was on cloud nine

No, She is still not home- the dad worried
Did she walk home alone today? - mom screamed
Call her work and find out- its already nine

Yes - the car is yours as long as you are careful
Just give her your SUV because sedan is not safe
I don't want you to text while driving because of the traffic

No, its not by road - its the container in the Ship
I know a little english - she told other girls cooped with her
That poster says 'Report' - but don't know why there is king after traffic



Illustration By Soupayan Chatterjee

(Brother of Avraneel Paul)

© BAGB 2023

Yes & No & No & Yes
They say that butterfly flaps its wings
And hurricane brews in the far away ocean

Yes, that beautiful girl had butterfly theme for the party
No, the hurricane didn't swallow that ship
How she wished that theory turned true
As she knew very well what was waiting for her at the shore
The word king after traffic
The word king after traffic

****



By Rohit Mukherjee











Art Works By Niharika Pal

© BAGB 2023

BAGB EVENTS

2022-2023















BAGAB Durga Puja

2022

BAGB EVENTS
2022-2023



BAGB Saraswati Puja

2023

BAGB EVENTS

2022-2023



Outdoor Picnic on Pohela Boishakh at Oak Mountain Park

Friday Flicks Movie Night at Railroad park

2023

॥ পোকাদের পঞ্চায়েত ॥

তথাগত দাস

গুগলের রিসার্চে
নতুন এক তথ্য,
মশা শুধু নুইসেন্স
তাই সে বধ্য।
হুলুস্থুল চারদিকে
মশাকূল চঞ্চল,
ফড়িং এর দরবারে
পোকাদের দলবল।

মশা যদি না থাকে
ব্যাঙ তবে খাবে কি?
পোকাদের সমাজে, এই
লাখ টাকা প্রশ্নটি।

টিকটিকি হাত তুলে
প্রতিবাদ করলে,
অধিকারে কাঁটাছেঁড়া
শুধু হয় কাবুলে।
মেনু নিয়ে অযথা
কেনো করা টানাটানি!
মানুষের কাজ নেই,
ফুড চেনে রাহাজানি!

মাছি বলে পিঁপড়ে
বুঝছিস হালচাল?
আমাদের কী হবে,
দোলাচলে ভবিকাল!

চুপচাপ পিঁপড়ে, যথা
শৃঙ্খলে বদ্ধ।
শ্রমিক সে, চিন্তা কি
মনে নেই দ্বন্দ্ব।
কাজ করে খায় যারা
তার আবার টেনশন,
বাবুদের ফুটনোটে
আছে তার মেনশন।

ছারপোকা দিল খুশ
বলে মশা ভাগ্নে,
তবে রক্তের ঠিকাদারি
থাক আমাদের জন্যে।

@তথার কথা

****



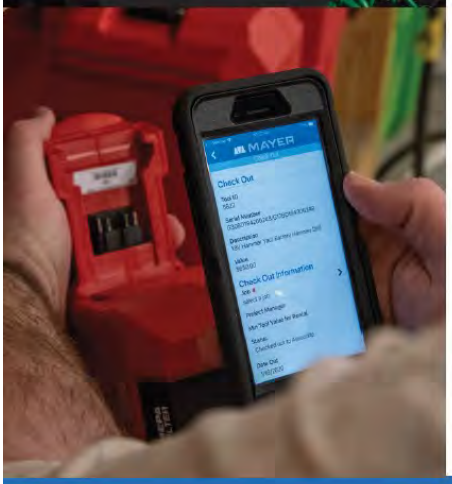
Illustration By Arnab Mukherjee



© BAGB 2023







MAYER

CONNECTED TEAM | UNRIVALED SERVICE | INNOVATIVE SOLUTIONS

AUTOMATION & CONTROL
Our digitally integrated automation and control systems reduce overall production costs and improve operational efficiency.

CUSTOMER INTEGRATION SOLUTIONS
Customer integration at Mayer is a vital component of customer relationship management that provides connected technology solutions.

MAYER DATACOM SOLUTIONS
We are well-versed on emerging datacom trends and how we can apply new solutions that allow our customers to connect with their facilities.

ENERGY SERVICES SOLUTIONS
Mayer's energy services team partners with customers to deliver solutions that increase safety, conserve energy, and provide a measurable ROI.

PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS
We provide on-site inventory support by maintaining supply trailers that come fully stocked with electrical products tailored to fit any project.

MAYER SUPPLIER PARTNER SERVICE
Mayer provides many customized services so that our industrial customers trust us as their first choice for maintenance and operations.

SQUARE D™

mayerelectric.com

A Short Recollection of My Life and Learning in Santiniketan

Dr. Sugata Sen

Rabindranath Tagore, the most revered person in my life, founded a school in 1901, 100 miles away from the city of Kolkata. He named the place Santiniketan, which means 'An abode of peace'. This school was started with the idea of ancient Indian 'Tapovanas', totally different from the then prevailing British Raj school system. Classes were held under the trees, teacher and students sitting on the ground. No school uniforms, no shoes and socks. Every form of fine arts, handicrafts, nature studies, and different kinds of sports were included in the main academic curriculum. Within 20 years, this school grew into a full-fledged, multi-disciplinary co-ed institute. Tagore named it Visva Bharati, with its motto being 'Where the world gathers in a nest'. Ten years after Tagore's demise, in independent India, Visva Bharati became an autonomous University.



To Tagore, education meant not just memorizing text books and passing certain exams. Education meant unconfined development of mind, body and spirit, a process infused with joy and freedom of self-expression.

My father Professor Prabodh Chandra Sen was personally invited by Tagore himself to join his institution. I was fortunate to be born and brought up there, and studied there till I completed my bachelor's degree. My father in law Dr. D M Sen was a student of Visva Bharati and later was Tagore's private secretary. So both my and my husband's families were Tagoreans and Santiniketanites in the truest sense of the words.

Apart from my school and college degrees, I learnt other things in Santiniketan and from Tagore's teachings which I consider very special and precious in my life.

The very first thing that I learnt, is to respect all religions, all caste, all races, all nationalities. Though I personally do not practice any particular religion or rituals, I believe in a Higher Power who is the creator of the universe, who is without any form or name. That power is loving, not fearsome. That power is everywhere, in all nature and in every human. This humanism was Tagore's philosophy of life, which got ingrained in my mind since my childhood.

We, the students of Santiniketan grew up in the lap of nature. We learned to feel a deep connection with nature, and feel the Universal creator's presence in nature, mostly through Tagore's songs and poems. In Santiniketan we had our own festivals, very different from other Indian festivals. Most of them celebrated the changing of seasons and welcoming them, or nature-focused activities like planting trees, or ploughing of soil for agricultural cultivation, with Tagore's poems, dramas and songs accompanied by dance.

Another gift I received from Santiniketan is the sense of connection with everybody. All the Santiniketan people were like one family, with no barriers of status or wealth. We addressed all our teachers and professors as dada or didi, never sir or madam. Even the most world- renowned scholars became Dada or Didi to the students, the moment they came to Santiniketan. Apart from the teachers, all staffs of Visva Bharati and all other residents were addressed with family names like dada, didi, mashima, meshomoshai according to their seniority. Most of them were informal 'tumi' to us, hardly ever the formal 'apni'.

These are values shared by all Santiniketanites. Which is why, even now whenever I meet anybody from Santiniketan, there is an instant feeling of kinship and bonding. Rabindranath Tagore wanted this. The Alma mater song 'amder Santiniketan', he composed, says "Santiniketan is our own, our dearest. Wherever we travel, it never leaves us, for it has made us all one family.''

Santiniketan is and will always be in our mind. It can never leave us.

আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে,

মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার
বাঁধা যে তার সুরে।

মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে
সে যে মিলিয়েছে এক তানে,

মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে
সে যে করেছে এক-মন॥

আমাদের শান্তিনিকেতন
সে যে সব হতে আপন।

****





Captured By Vijay Singh

|| আদর ||

সোমা মুখোপাধ্যায় (অগাস্টা, জর্জিয়া)

আকাশ জুড়ে মেঘের মেলা
উঠোনে শিউলি ফুল
বাতাস মেখে কাশের দল
দুলছে দোদুল দুল।

হাওয়ায় ভাসে ঢাকের বোল
ঢ্যাম কুরাকুর বাজনা
বাজল কাঁসর বাজল শঙ্খ
সবাই মিলে আয় না।

দুগ্গা মাগো তোমার আশায়
বছর চেয়ে থাকা -
দুগ্গা মাগো পূজোর ক'দিন
তোমার আদর মাখা।



By Soma Mukhopadhyay, Augusta, GA

|| Food Recipes ||

Mukta Joshi

Lauki Ke Kofta

This curry is served with steamed basmati rice, parathas or roti. For a side dish choose cucumber raita.

Serves 4

The Kofta:

1 medium size bottle gourd, peeled and grated with the seeds (center part) removed

½ cup besan flour (chickpea flour)

1 tablespoon rice flour

1 teaspoon red chili powder

1 teaspoon garam masala Salt to taste

1 teaspoon cumin seeds

3 green chilies, preferably Thai,

chopped A handful of fresh cilantro, chopped



Google Image: Grated Lauki

Squeeze out the water from the grated bottle gourd and set aside. In a bowl large enough to hold all the ingredients, mix together the bottle gourd, the besan flour, the rice flour, the red chili powder, the garam masala, the salt, the cumin seeds, the green chilies and the cilantro. Add the bottle gourd and mix together. Heat the oil in the kadhai over medium heat. Form the bottle gourd mixture into small balls and fry until golden brown. Drain and set aside.

The Gravy (Curry):

½ cinnamon stick

3-4 whole cloves

1 teaspoon cumin seeds

2-3 black pepper corns

2 small red onions, finely chopped

2” piece of ginger, grated

3 cloves of garlic, grated

3 green chilies, preferably Thai, chopped

2 cups tomatoes, chopped and then pureed in a blender

¼ cup cashews blended in some water to make a paste

1 teaspoon garam masala

1 teaspoon turmeric powder

Salt to taste

A handful of fresh cilantro, chopped.



Google Image: Lauki Ke Kofta

Heat 2 or 3 tablespoons of canola oil in a pan and add cinnamon stick, the cloves, the cumin seeds, the black peppercorns and cook a couple minutes, then add the chopped onions and sauté until they are golden brown. Add the ginger and the garlic and cook until browned. Add the pureed tomatoes and the green chilies and cook for about 10 to 15 minutes until the mixture is “dry;” add the salt, the garam masala, the turmeric, some water so that the mixture remains on the thin side; add the cashew paste. Simmer for 15 to 20 minutes, covered. Add water as needed so that the gravy remains thin. Once it is done, add the kofta and cook covered about 5 minutes. Top with the chopped cilantro and serve.

Poha

This dish was made quite often in my mother's kitchen, while I was growing up, but never as a breakfast dish, rather it was served as an early evening snack around 4 pm when we came home from school. It is so satisfying that it can easily be part of any meal at any time of day.

There are two types of poha, thick and thin, use thick (white flatten rice or red flattened rice). Use waxy type potatoes like red new potatoes or Yukon gold; dice them and then boil to retain their shape. This dish goes well with mint -cilantro chutney. Poha is mildly spicy, both healthy and light and at the same time amazingly satisfying. It is not typically available in restaurants, but widely popular in home kitchens throughout India. It originated in the Malabar region (Malwa, Maha Rashtra) of Mumbai (Bombay).

Poha:

3 cups thick poha (flattened rice)
3 tablespoon oil
1 teaspoon mustard seeds
1 teaspoon cumin seeds
A generous pinch of hing
10 curry leaves
1 ½ cups onion, preferably red, chopped
¼ cup cashews
¼ cup peanuts
1 heaping teaspoon raisins
1 cup shelled sweet peas, fresh or frozen
2 green chilies, preferably Thai, finely chopped
2 medium potatoes, peeled, boiled, and diced
1/2 teaspoon turmeric powder
1 teaspoon salt
The juice of 1 lime
1 teaspoon sugar
2 tablespoon fresh cilantro, chopped



Google Image: Poha

Put the poha in a colander and rinse under cold water. The poha should be moist, but not mushy. Keep aside. Over medium-high heat, heat the oil in a heavy bottom pan, add the mustard seeds, the cumin seeds and when they spatter after a few seconds, add the hing and the curry leaves, fry a minute or two. Add the onions and sauté until they are translucent, about 5 minutes. Next add the nuts and raisins and continue cooking for another 5 minutes. Add the peas and green chilies. If the peas are frozen, put a lid on the pan and cook for 5 minutes, so the peas softened and loose the raw taste. Sauté the mixture for a few minutes and add the potatoes, the turmeric powder and the salt, mix and cook for a couple minutes. Lower the heat to medium-low and add the moist poha to the pan and stir, next add the lime juice and the sugar. Adjust the salt. Mix well, cover and continue cooking for 3 or 4 minutes. Add the fresh cilantro and serve hot.

****

Beating the Pandemic Blues: Seeing America Through its Museums

Sanjay Singh

Folks, Past 3 years were a blur. But here we are. Pandemic was very cruel - in every sense of the word. It upended world order and personal lives as we knew it. But that is mother nature's way of reminding us, every so often, who is really in charge. Hopefully mankind will carry forward someone of the lessons learned for the next 100+ years, because the next BIG ONE is coming. We do not know when, but it will happen.

For someone who lives to travel and travels to live - COVID-19 - forced us to STOP and REFLECT. From India to United States - citizens were forced to travel within its boundaries and learn to examine, interpret, and enjoy its own local culture and history. In the process, the entire pattern of tourism and travel has changed significantly, and it will not go back anytime soon to the norm that we knew for the last 3 decades!! As my friends in the restaurant industry tell me - online orders have gone through the roof, and the in-room diners are back as well. Finally, in-country/staycation tourism has exploded, while at the same time the Gen X,Y,Z have decided that experiences and memories are the most precious assets - so they are all visiting as many places, as fast as possible!! Well, it has its unintended consequences as well - as you can readily see taking a flight, staying at a hotel, or trying to go out for dinner!! All of that has turned into contact sport - if you thought Going to Disneyworld required a playbook, good luck trying to get a ticket to the local show and have dinner/before or after.

On Valentine's day 2020, I knew the impending Pandemic was real. Parv and Farah were hosting us for dinner, and thanks to their connections within the European and Asian Medical community, he emphatically stated that it was a matter of time before it hit the US shores. Whatever, little doubts I had was put to rest on March 12, 2020 - when I had to quickly take a flight out of NYC, having seen the last show of Hamilton on Broadway the night before. On March 14th I had to cut short the visit to Birmingham by middle school friends, imploring them to return to India (which they did, but unfortunately, one of them was quarantined for 3 months in India on arrival - story for another day - fear and lack of protocol on part of local authorities. His story is for a reality show, as I am sure are many others). On March 20th we had to cancel our trip to Scotland where Indira was going to Join University of St. Andrews in early summer. By end of March, I cancelled the remaining 7 trips for 2020. By April 1st depression set in - knowing that we are stuck for a good bit of time.

For the next few months, the routine was simplified to the following - walk in the morning, go to "office" (a 50,000 sq ft building inhabited by a POD of 8 individuals, but luckily we had a gym) by 10 a.m., return by 2 p.m., take a nap, go for another walk, and then order take out from Silver Coin, Saigon Noodle House, or Mr. Chen's Hoover Branch. Rest of the time was spend getting entertained by Mask Debate, learning how to use Zoom, and exploring Netflix. And that went on for 8 months - where every day was spend praying that no one got fatally sick in El Salvador or India (we were not that lucky - lost a few very close family and friends like most others). Eventually those 8 months turned into 24, upending routines and norms, and establishing a protocol for human interaction (we still have a long way to go before returning to some form of normalcy as we knew pre pandemic).

Over the remainder of 2020, countries around the world established their own INTRA country travel protocols (or some form of it - but as we know even today there is a great deal of variation within those protocols) and to some extent travel was permitted with varying degrees of precautions (established, accepted, forced, enforced - all you had to was travel between Northern States and then to Texas, Florida, Alabama etc. Might as well be living in 2 separate continents. And do not even get me started about traveling to Hawaii - that is the hardest trip I have ever taken. Nothing was the same between cities, states, airports, airlines, agencies, islands, hotels, car rentals, or even restaurants. Good luck if you wanted a reservation, including take outs after 5 p.m.!!).

By the end of 2020, one thing was certain - if you wanted to travel within the US, you could!! Since we had visited majority of the states, parks and beaches - I was having a tough time setting up a long-term plan on seeing parts of America The Beautiful that I had not done before. And then one day a thought struck my dormant brain that was nothing short of the Eureka moment experienced by others!!

Knowing:

- I was the incoming President of the Birmingham Museum of Art Board of Trustees
- We love visiting Museums in new cities/countries
- Food, art, and culture is the gateway to a culture
- Many HIDDEN treasures in cities away from the major cities like DC, NYC, Chicago, and LA
- But most importantly in JANUARY 2020 had a wonderful time visiting Carlos Museum at Emory University with Dr. Katie Anne Paul (this is the first time we saw Manjari Sharma's Darshan which kindled a love affair with South Asian Art Exhibitions, so much so that BMA acquired the entire series, leading to our famous Darshan: To See and Be Seen exhibition which was covered by WSJ a mere 24 months later!!). Katie had a created a template for visiting an exhibition along with cultural and culinary deep dive in that city (during this trip we also ate at Chai Pani - their Asheville, NC branch won the 2022 the James Beard award for best restaurant in America!!)

So, we set up a plan to visit every MAJOR museum in the US over the next 5 years. The theme of the trip was centered around the following:

- A current exhibition or permanent installation of South Asian Art
- Opportunity to visit other great museums in the city or see private collections
- Meet Scholars/collectors/curators with similar interests
- Evaluate opportunities for our own collection, including at BMA
- And finally, and as importantly - savor ethnic cuisine in those cities - along with local friends

What started as a second trip to Atlanta snowballed into a quarterly journey across America. In the process, what we have witnessed and experienced is nothing short of remarkable - coming across world class art and exhibitions in places you will least expect, and food to match any restaurant in the world. But most importantly, met and enjoyed the generosity of citizens of communities who have poured so much into preserving and promoting global art. The collective and competitive zeal is mind boggling - which by the way in most major cities started at the turn of the 19th Century. So far, we have taken deep dive in 20 such cities and communities in the US with another 15 more to go (I am typing from Mexico City. We are here for weeklong immersion into the cities world class art, culture, and cuisine). Following are some remarkable gems that we discovered in the past 3 years - permanent and temporary - not given in any order of importance.

- Emory in Atlanta hosted 2 outstanding shows - Katie's Art from the World of Islam - and our collective love of Manjari Sharma's Darshan series. Thanks to Graham and Katie we were able to acquire the entire collection and host our own acclaimed Darshan: To See and Be Seen.
- Phoenix has 3 amazing museums - each will stretch your imagination further than the horizon, namely - The Desert Museum, The Heard Museum, and my all-time favorite Music Instrument Museum. You could spend weeks in each one of them admiring not only the collection and its artifacts, but also marveling at the vision of individuals who conceived these great institutions.
- Cleveland temporarily hosted Revealing Krishna in 3D. A joint venture with Microsoft and Case Western Reserve - this exhibition is the future of things to come. Total - 3 D recreation of history, merged with artifacts, and immersive to the core. Only cost $40m+

- Detroit is home to The Ford Museum, which in my opinion is a must for anyone wanting to understand Industrial Revolution and the modern-day economy in the US. And not to talk about Diego Rivera's amazing mural at DIA. If you could create one single image to capture American Industrial history, this is it! Hard to believe that most of the artwork would have been sold to save Detroit from bankruptcy. The civic leaders created a Foundation, raised ~$1bn, and put all the art in that foundation away from the reaches of the creditors!! So much to learn from this process
- St. Louis' Museum has its own funding mechanism that benefits all cultural institutions within the district! Amazing foresight by City Planners. The recently exhibited Chintz: The Material that Changed the World was a remarkable in every sense of the word. Of particular interest how a simple material from India influenced clothing and design around the world, including the modern times.
- Philadelphia and Kansas City have amazing Temple Halls - complete replica of Temples from Southern India. Philly is in stone, while K-state has wooden structures. Both done during 1920s. Amazing stories how entire temple interiors were transported across the world. Of course, had to do with a Heiress, love, romance, honeymoon in the orient, eventual divorces, and serendipity!
- In Bryn Mawr met David Nalin, the man credit with saving 50m+ lives through his simple remedy for dysentery and cholera - but also a foremost expert on Indian/South Asian artifacts. His whole house is a GIANT museum storage with incredible historic pieces gifted by grateful parents, farmers, donors, and dealers.
- In NYC, the Museum of Modern Design is spectacular to say the least. Makes you want and go work at Chanel or Balenciaga!
- Houston hosted the entire collection of ESCHER. A year later I am still seeing patterns and designs that only he could articulate. Definition of Brilliance
- Santa Fe's Museum of Indian Arts and Culture finally does justice to the heritage of First Nation and to be able to dine at an authentic Native American restaurant - truly chocolate on top of the tortilla
- Art Miami was an insight to the Global Business of Art - and why the price is inelastic and perhaps the best form of investment! Perez Museum has turned the Biscayne Bay waterfront into a world class sculpture garden
- Cincinnati turned its Union Station into the home of 4 permanent museums and 2 mega gallery space. And the exhibition on 2000 years of Indian Dances through Arts - is as remarkable for its scope, planning, execution as it is for a once in a lifetime show
- Bentonville, Arkansas - thanks the generosity of Alice Walton - is home to Crystal Bridges, one of the grandest museums in the world!

And starting today, we are diving into the riches of Native/Aztec/Modern art in Mexico City, which will definitely leave us all speechless. Which brings me to the point - if not for the Pandemic would Dora and I have started this intentional discovery of our own backyard? While the short answer is a big NO - my regret is that we waited this long to start on such an enriching experience. And if all goes well, it won't stop anytime soon!! Till then, please enjoy the hidden gems in your community - trust me there are plenty!

****

The pictures can be found at the following location and page #45:
https://photos.app.goo.gl/JaB5CGg8k3LeWRBX6

KENDALL® ELECTRIC

A MEMBER OF THE KENDALL GROUP

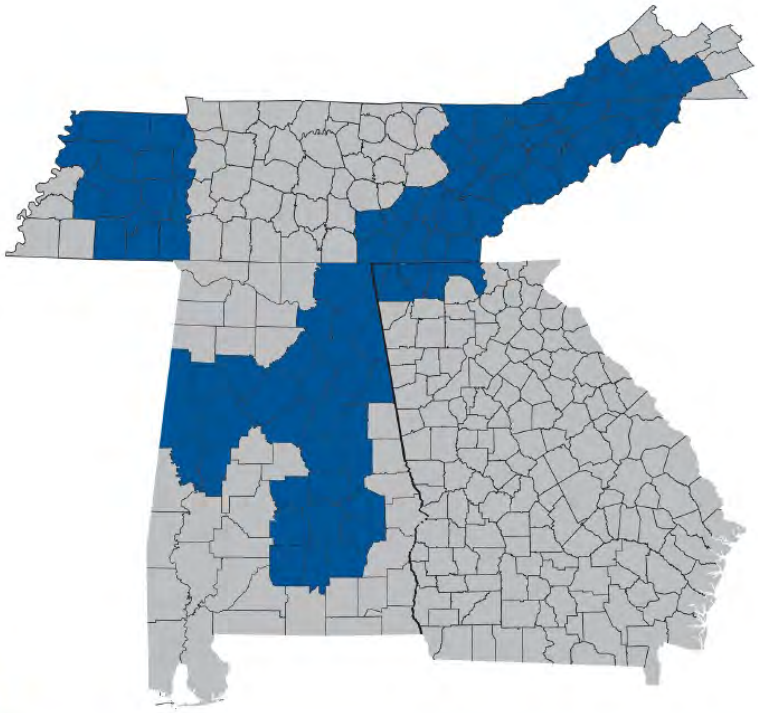
Knowledgeable People Providing:

- Electrical Supplies
- Lighting & Power Distribution
- Energy Savings Solutions
- Support & Training
- Machine Automation & Control
- Local Inventory & Delivery
- Communication & Networking Solutions

All distributors are not equal. There are characteristics which differentiate them, making some different...better. For instance, Kendall Electric. Unlike most large distributors, we are a 100% employee-owned company. This means each of us is equally committed to providing you with the highest-quality technological products, unparalleled customer service, and leading-edge capabilities, which make your life easier and your business more successful.

ALABAMA, GEORGIA & TENNESSEE

Commercial
Contractor
Industrial
Utility
Telecommunications



Birmingham, AL 35210
1189 Grants Mill Road
205-254-3192
1-800-605-3192
Fax: 205-254-0095

Tuscaloosa, AL 35401
1323 Whigham Place
205-759-5716
1-800-263-8393
Fax: 205-345-2874

Montgomery, AL 36117
1029 Lagoon Business Loop
334-356-1845
1-866-711-8021
Fax: 334-356-2162

kendallelectric.com

|| ফেরিওয়ালা ||

শিল্পীতা পাল

২০১১ সালের আশ্বিন মাস।

রোজকার মতো সেদিন সন্ধ্যাতেও হাজরার মোড়ে বাস ধরার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটি। দুর্গাপূজা আর মোটে ২ দিন বাকি। স্বাভাবিক ভাবেই গড়িয়াহাটের আগের এই হাজরার মোড় নামক মোড়টি তে ব্যাস্ত সন্ধ্যার যানজট ও হাজারো লোকের ছড়াছড়ি। পূজার সময়ে যানজট এর কারনে প্রায়শই বাস নির্ধারিত সময়ের থেকে দেরিতে আসে। বাসটি সেদিন ও আসতে বেশ দেরি করাতে মেয়েটি উশখুশ করে এদিক সেদিক পায়চারি করছিল। এমন সময়, হঠাৎ ঘাড়ের কাছে হাল্কা গলাতে কেউ বলে উঠল, 'মা, একটা কথা শুনবে?' চমকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল মেয়েটি। সে চিনতে পারল লোকটিকে।

এ তো সেই বৃদ্ধ ফেরিওয়ালা, যাকে সে প্রায়শই ওই এলাকা তে বাসে দেখে লজেন্স বিক্রি করতে। বাসে খুব কম লোকজনই ওনার থেকে লজেন্স কেনে, অবশ্য সে মাঝেসাঝে লজেন্স কেনে ওনার থেকে। এই বয়স্ক লোকটি যে ভাবে উৎসাহ নিয়ে প্রতিটি বাসে উঠে চিরাচারিত ভঙ্গিতে লজেন্স ফেরি করেন, আবার কেউ না নিলে চুপচাপ নেবে গিয়ে পিছনের বাসে নতুন উদ্যম নিয়ে ওঠেন, সেটা তার কাছে ছিল এক অদ্ভুত প্রেরণা। তার মতে এই মানুষগুলি এত্ত কষ্ট করে জীবিকা নির্বাহ করার জন্যে ফেরি করে বেড়ান; তার একান্ত উচিত ওনাদের থেকে কিছু কিনে ওনাদের সাহায্য করা। নাই বা হল খুব দামী জিনিস কিন্তু তারা যদি না কেনে তা হলে ওই মানুষগুলির ঘর চলবে কি করে! সংসারের একটা বিশাল দায়ভার তাদের কাঁধেও তো আছে। সে যে ওই ১ বা ২ টাকার দুটি বা চারটি লজেন্স কেনে সেটি ছিল তার কাছে সমাজের প্রতি এক কর্তব্য। সবে কলেজের গণ্ডি পেরানো ওই মেয়েটির কাছে এটিই হল একপ্রকার সমাজ সেবা। শব্দটা কতটা যথার্থ, তা বিচার বা বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা সে কোনোদিনই এর আগে বোধ করেনি।

ক্ষণিকের বিভ্রান্তি কাটিয়ে সে ভাবল হয়তো লজেন্স কিনতে বলবেন; তো সে রোজকার মতো ব্যাগ খুলে হাতড়ে চারটি টাকা বার করতে গেল, কিন্তু তখনই খেয়াল করল, লোকটির লজেন্স এর ডিবেটি তো আজ তার হাতে নেই, কাঁধের থলিটি অবশ্য আছে। লোকটি মেয়েটির থেকে ইঞ্চি দু-তিনেক খাটো;হাল্কা হাত নাড়িয়ে বৃদ্ধ লোকটি মেয়েটিকে একটু নিচু হতে বললেন। মেয়েটি ঈষৎ ইতস্ততঃ করে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে খুব ধীরে ধীরে কানটি লোকটির মুখের কাছে নিয়ে আসলো।

লোকটি খুব হাল্কা স্বরে বললেন, 'মা, একটা কথা বলব, কিছু মনে করবে না তো?' মেয়েটি সম্মতি জানাতে, উনি আবারও বললেন, 'সামনে পূজা, ঘরে দুটো নাতি নাতনি আছে, সারাদিন লজেন্স বেচেও তেমন রোজগার হয়েনি গো। তুমি কি কিছু সাহায্য করতে পারো মা? হাতে করে দুটো জিনিস নিয়ে গেলে বাচ্ছা দুটোর ভাল লাগবে গো। ঠাকুর তোমার ভাল করবেন, দেখো!' একটু থমকে আবার ও মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'খুব ভাল হয় গো, যা হয়, যেমন হয়, কিছু একটা'- বলে এক কৃতজ্ঞতা মেশানো দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সত্যি বলতে কি, এক মুহূর্তের জন্যে সেই মেয়েটি ভাবলেষহীন হয়ে পরেছিল। তারপর কিছু একটা ভেবে, ব্যাগ এর সামনের পকেট হাতড়ে একটি ২০ টাকার নোট বার করে সেই বৃদ্ধ লোকটির দিকে বাড়িয়ে দিল। সেই মানুষটি সেটিই হাসি মুখে নিয়ে মেয়েটিকে আশীর্বাদ করে ধীরে ধীরে মুখ ঘুরিয়ে শান্ত পায়ে পথ চলতে শুরু করল।

কোন এক অজানা কারণে মেয়েটি বেশ কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হুঁশ ফিরে পেতে তার মাথা তে আগে আসলো একটি প্রচলিত সতর্কবাণী, যা প্রায়শ ই লোকজনের মুখে সে শুনে থাকে। সে অনেকের কাছেই শুনেছে, সাহায্য চাওয়ার অছিলাতে এক শ্রেণীর মানুষ নাকি পূজার ভিড়ের মধ্যে লোকের চোখে ফাঁকি দিয়ে দামী দ্রব্যাদি চুরি করে। কথাটা মাথাতে আসতেই মেয়েটি তার ফোন ও মানিব্যাগ টি চট করে দেখে নিয়েই আবারও বেশ কিছুক্ষণ এর জন্যে স্তব্ধ হয়ে রইল। নাহ! তার সব জিনিসই ঠিক আছে। কিন্তু ক্ষণিকের আবর্তে তার মনে যে পরিবর্তন, দ্বিধা ও অস্বস্তি দেখা দিল তা বর্ণনা করার ভাষা তার কাছে সে দিন ছিল না।

ক্ষনিকের এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব থেকে আর পূজার হাজরা মোড়ের ভিড়ে সেই বৃদ্ধ ফেরিওয়ালা কে ধীরে ধীরে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে দেখতে দেখতে তার মনে সবার আগে যে চিন্তাটি এলে, সেটি হল বৃদ্ধটির শুকনো গলাতে বলা সেই একান্ত আর্জি। সেই আর্জির মধ্যে কি ছিল? বেদনা! দুঃখ! দারিদ্রতা! নাকি সর্বোপরি অসহায়তা! যে অসহায়তাকে সামনে রেখে সে রোজরোজ সমাজ সেবার বিলাসিতা দেখিয়েছে; আদপে তার কি সত্যিই সেই সামর্থ্য আছে যে সে সামান্য দুই পয়সার লজেন্স কিনে সেটিকে সমাজ সেবার মোড়কে মুড়ে নিজের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা মেটাতে পারে!

মনে পড়ল তার ছোট বেলার সেই দিনগুলি, গরমের বা পূজার ছুটিতে সে যখন মা এর সাথে দূরপাল্লার বাসে চেপে মামার বাড়ি যেত, এই চিনির বিভিন্ন স্বাদের রংবেরঙর লজেন্সগুলি ছিল এক প্রকারের আনন্দ। ফেরিওয়ালারা বাসে উঠলে বড় থেকে বাচ্ছা সবাই কেনার জন্যে মুখিয়ে থাকতো। কারণ বোধহয় সেই সময়ে নামিদামি ব্র্যান্ডের বিলাসিতা ছিল না; খাট্টা মিঠা স্বাদের ওই চিনির গোলা গুলো ছিল এক অনাবিল আনন্দ। সেই সময়েও কি এদের গলার স্বরে এই অসহায়তা থাকত? তখনও কি তাদের এমনি করে সারাদিন পরিশ্রমের পর বাড়ি ফেরার আগে দ্বিধাগ্রস্থ হতে হত? কে জানে, সে তো কোনোদিনও এইসব ভেবে দেখার প্রয়োজনীয়তাই বোধ করেনি! দেবীপক্ষয়ের সন্ধ্যাতে এই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে তার নিজের কাছেই তার প্রশ্ন, দোষটা কার? তাদের মতো সাধারণ মানুষের যারা আজ এই ছোটো খুশী গুলি হারিয়ে ফেলেছে, নাকি এই পুরো সমাজের যারা এই মানুষগুলি কে কালের খাতা থেকে ধীরে ধীরে মুছে দিতে চাইছে! কালের এই আবর্তে কতো কিছুই আজ হারিয়ে যেতে বসেছে, আর তার সাথে হারিয়ে যাচ্ছে কতো মানুষের দিনযাপনও স্মৃতির খাতা থেকে।

সেদিনের সেই মানসিক প্রতিফলন আজ তাকে তার নিজেরই সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। নাহ! দুটি লজেন্স কিনে যে সে কোন সমাজ সেবা করছে না, বরং সে তার সামান্য সচ্ছলতার বহিঃপ্রকাশ করছে। মানসিক প্রতিবন্ধকতা তারও আছে; যদি তা না হত, তা হলে সে ২০ টাকা নয়, বরং নির্দ্বিধা তে তার মানিব্যাগ থেকে ৫০ টাকা বার করে দিতে পারত; বা দেওয়ার পর সে ওই বৃদ্ধ মানুষটিকে সন্দেহ করত না। হয়তো সমাজের বর্তমান রূপই তার এই মানসিকতা কে স্পর্ধা দিয়েছে। সেদিনের সেই দেবীপক্ষের শুভসন্ধ্যাতে সে তখন তার নিজের মানসিক প্রতিবন্ধতার কাছে নিজেই জবাবদিহি করতে ব্যস্ত। ঠাকুর তার ভাল করবেন কিনা তার জানা নেই, কিন্তু হ্যাঁ তাকে সেদিন এক বড় ভুল ধারনা থেকে বার হতে সাহায্য নিশ্চয় করেছেন। সে এই সমাজ এর অংশ, তার সব কর্মই সমাজের প্রতি, তার প্রতিটি মানুষের প্রতি তার সাবলীল দায়বদ্ধতা, কোন অতিরিক্ত অনুদান নয়। সেদিন তার ভাষাহীন চোখ সে মুহূর্তে ভিড়ের মধ্যে ধীর পায়ে মিলিয়ে যাওয়া সেই বৃদ্ধ ফেরিওয়ালাকে যখন খুঁজছে, তখন তার মন জীবনের একটা বড় শিক্ষা নতমস্তকে স্বীকার করল।

আমার সম্বন্ধে দুটি কথা— শিল্পীতা পাল

আমি বিশেষ কিছু করি না। কোন ভাবে, বহু কষ্টে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে আমার পিএইচডি সম্পূর্ণ করেছি। তারপর আমি কলকাতার বোস ইন্সিটিউট এ পোস্টডক্টোরেট করতে গেছিলাম, কিন্তু তখন সারাবিশ্বে এমন মাহামারি এসে জুটল যে সেখানে তেমন কিছু করতেই পারলাম না। বর্তমানে আমি অ্যালাব্যামা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্টডক্টোরেট হিসাবে কর্মরতা। আমার গবেষণার বিষয় হল এক বিশেষ প্রকার এর রক্তের কর্কট রোগ। জীবনধারণ এর জন্যে এই কাজটি করি, এটি ছাড়া আমি খাই-দাই আর ঘুমাই। মাঝে সাঝে একটু লেখিকা সাজার চেষ্টা করি, সেই চেষ্টা করতেই এইটি লিখেছি। দয়া করে ক্ষমা মার্জনা করে দেবেন।

Best Beauty and Healthcare Products at your doorstep!



Helping people live better, healthier lives!

For more information, please visit.

www.nutrilite.com **www.artistry.com**

www.amway.com/myshop/AbhijitRumita

|| শিশু শ্রমিক ||

ঢাকির দলের বাচ্চা ছেলে কাঁসর ঘন্টা বাজায়,
পুজোর দিনে কেউ কি তাকে নতুন জামায় সাজায় ?
নগ্ন পায়ে আদুল গায়ে কাই না না কাই না না –
ঢাকের তালে কাঁসর বাজায়, দুঃখ কি - নাই জানা।

চায়ের দোকান - বাচ্চা ছেলে টেবিল মারে সাফি,
ডিম অমলেট চায়ের সাথে কেউ বা হাকে – কফি।
হাস্যমুখে সামাল দিয়ে, ষাট টাকা মাস মাইনে –
গেলাস ভাঙ্গার অজুহাতে সব টাকা যায় ফাইনে।

নিজের ওজন বাইশ কেজি মাথায় আরও বারো,
দেওয়াল তোলার মিস্ত্রিটা চাইছে আরও আরও।
দিন মজুরের বাচ্চা ছেলের ইটের বোঝা বয়ে,
বড় হবার আগেই যে তার শরীর গেলো ক্ষয়ে।

বাজার করেন বাবুমশাই সঙ্গে বাচ্চা মুটে,
কয়েক টাকা আসবে ঘরে এমন খেটে খুটে।
মাথায় ঝাঁকা ভীষণ ভারী, বইতে শরীর বাঁকা,
এমন ভাবেই দিন এগোবে, এতেই বেচে থাকা।

ষ্টেশন পাশে বাচ্চা ছেলে পালিশ করে জুতো
ঠক্ ঠকা ঠক্ ব্রাশের আওয়াজ – খদ্দের চাই দ্রুত।
সুট-কোট-প্যান্ট পরে সাহেব পা টা তুলে ধরে
জুতো যেন আয়না হবে – পালিশ করে করে।

চাষের জমি জোয়ান মুনিষ অনেক টাকা চায়
তার চে ভালো বাচ্চা শ্রমিক দুই মুঠো ভাত পায়।
কাজ না হলে তা ও পাবে না, মালিক আছেন বেশ
দু মুঠো ভাত পাওয়ার তরে, সকাল সন্ধ্যে শেষ।

পালন করি শিশু দিবস হাত তালি আর ফুলে –
স্কুল-ছুট আর শিশু-শ্রমিক – এদের কথা ভুলে।
শপথ নেবার সময় এলো, অনেক দেরী হল,
'শিশু শ্রমিক চাই অবসান' -সবাই মিলে বলো।

এদিক ওদিক দুদিক চলে করাত যেন শাঁখে,
বিনাশ হলে শিশু শ্রমিক - কেউ কি স্মরণ রাখে –
দু মুঠো ভাত জুটবে কোথায়, বস্ত্র কোথায় পাবে ?
অন্নাভাবে রোগের শিকার, তাতেই জীবন যাবে।

Bengali Poem
'Shishu Shromik' By
Prabir Kumar Sengupta
(Pramit's Dad)

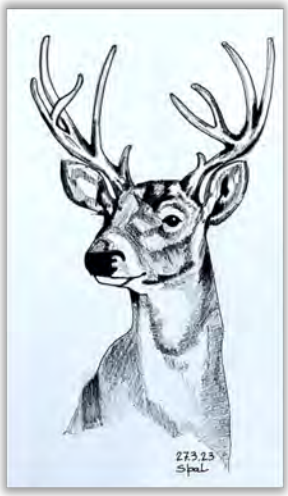






Illustration
By Shankar Pal

|| বার্মিংহামের দুর্গোৎসব ||

Arunava Roy (Anwesha's Dad)

Salt Lake, Kolkata

২০২২ সালের মে মাসে আমাদের কন্যা অন্বেষা ও জামাতা অমর্ষির অদম্য জেদ ও আমাদের প্রথমা নাতনি অর্নাকে দেখার লোভ আমাদের বাধ্য করলো সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে আলাবামার বার্মিংহাম শহরে উপস্থিত হতে। ওমা, দেখি বেশ গরম কলকাতার মতোই সন্ধ্যে হয় রাত আটটা বাজলে। আমি রোজ ভোরে উঠে বেরোতাম প্রাতঃ ভ্রমণে। পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে চলতাম নতুন রাস্তার খোঁজে খুব মজা লাগতো। ওদের বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ঘটলো। অভিষেক ও পিয়ালীর ও তাদের কন্যা পিহুর সঙ্গে প্রথম আলাপ, ওদের বাড়িতে আলাপ হলো অনির্বান-তনুশ্রী রেবেকা ও রুদ্র-তনিমার সঙ্গে।

একদিন ভোরে আবিষ্কার করলাম ঘাসের ওপর শিশিরের রেখা, এখানেও প্রকৃতির পরিবর্তন অনুভব করলাম। দেখতে দেখতে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজো এসে গেল। আমরা উত্তেজনায় ফুটছি। এতদিন পড়ে এসেছি কাগজে, টিভিতে দেখেছি বিদেশের দূর্গা পূজো। অভিষেকের কাছে জানলাম বার্মিংহাম বাঙ্গালী এসোসিয়েশনের বড় পূজো হয়। নিমন্ত্রণ বার্তাও এলো, এক শনিবার সকালে হাজির হলাম একটি বড় স্কুলে।

বিশাল অডিটোরিয়ামে ঢুকেই দেখলাম ফাইবারের তৈরি মা দূর্গা তার পরিবার নিয়ে আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। এতদিন টিভি - কাগজে দেখেছি ফাইবারের তৈরী মায়ের প্রতিমা বিদেশে যাচ্ছে আর আজ আমরা তার সাক্ষী হলাম। পূজোর বিবিধ উপকরণ সাজানো, কত রকমের ফুল, বড় বড় জবা, গাঁদা আবার শিউলি ফুল ও আছে।

ভীষণ আনন্দ হলো। শ্রীমতি সতী নাথ, মহিলা পুরোহিত পূজোয় বসলেন। শুনলাম পদার্থ বিদ্যার গবেষিকা। তাঁর সংস্কৃতে মন্ত্রোচ্চারণ ও পূজার পদ্ধতি ও নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হলাম। আমাদের জগদ্ধাত্রী পূজোর মতো একদিনে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর পূজো হয়। ব্যাটারি দিয়ে প্রদীপের আলো তিরতির করে কাঁপছে।

আমরা অঞ্জলি দিলাম গাঁদা ফুল ও বেলপাতা দিয়ে। আবার কুমারী পূজোও হলো। চার কন্যাকে পা ধুয়ে অর্ঘ্য দিয়ে পূজো করা হলো। স্বামী বিবেকানন্দ কাশ্মীরে এক মুসলিম কন্যার পা ধুইয়ে দিয়ে কুমারী পূজার প্রবর্তন করেন। রামকৃষ্ণ মিশনে কুমারী পূজো দেখে এসেছি এতদিন।

পূজোর কর্ণধার সঞ্জীব চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হল। উনি একগাল হেসে হাত বাড়ালেন। ওনার ঊষ্ণ আতিথেয়তায় আপ্লুত হলাম। সবদিকে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর।

ফল প্রাসাদ পেলাম। এখানে এসে দেখলাম সবাই কিছু না কিছু বানিয়ে এনেছেন। পরিচয় হলো অঞ্জনা মাসিমার সঙ্গে। উনি অনেক দূর থেকে আসেন প্রতিবছর পূজোর টানে। গুড়ের সন্দেশ বানিয়ে এনেছিলেন, কি অপূর্ব স্বাদ। বাড়ির ছোঁয়া পেলাম। পূজা শেষে মেয়েরা সিঁদুর মিষ্টি দিয়ে মাকে শেষ শ্রদ্ধা জানালো "আবার এস মা"।

সতীদির সঙ্গে পরিচয় হলো। প্রায় ২০০-২৫০ জন মানুষ এসেছেন। এক পরিবারের মতোই তারা, নিজেদের প্রতিষ্ঠানিক কাজকর্মের বাইরে এতজন মিলে সুচারুরূপে এতো সুন্দর আয়োজন করেছেন দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়। জানলাম সকলের উপর নির্দিষ্ট করে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কে কি বানিয়ে আনবে। দুপুরে খিচুড়ি, আলুরদম, বাঁধাকপির তরকারি, চাটনি, পাঁপড়, মিষ্টি দই ও মিষ্টি, খাওয়া সেরে বাড়ি এসে বিশ্রাম নিয়ে আবার বিকেলে পৌঁছলাম। অভিষেক বললো বিচিত্রানুষ্ঠান হবে। সব উপকরণ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সন্ধ্যা আরতি হলো, চা, ঝালমুরি ও পকোরা সহযোগে বিচিত্রানুষ্ঠান শুরু হলো। একজন 'খাদ' সিনেমার গান গাইলো। আটলান্টা থেকে আসা এক তরুণী গান করলেন , অপূর্ব গলা। বাচ্চাদের অনুষ্ঠান হলো। চমক তখনও বাকি। অভ্রনীল কি সুন্দর সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেছে। দুই তরুণী এক বিদেশিনী অসাধারন ভারত নাট্যম নৃত্য পরিবেশন করলো। মুগ্ধ হয়ে গেলাম। দীর্ঘ পরিশ্রম সাপেক্ষ সংস্কৃতিমনা মানুষগুলির মধ্যে যে নিষ্ঠা ও ভালোবাসার প্রকাশ পেলাম, তারা যে অনুষ্ঠান পরিবেশন করলেন আমি বাকরুদ্ধ। মেয়েদের ফ্যাশন প্যারেড ও হলো।

 © BAGB 2023





এবার নৈশ ভোজের পালা- পরোটা, ডাল মাখানি, পনির মশলা, ফ্রাইড রাইস, মটন, অসাধারণ মিষ্টি দই ও রসগোল্লা। আহারান্তে বিদায় নেবার পালা। আমাদের মন ভরে গেল বার্মিংহামের দুর্গাপূজার আয়োজকদের আন্তরিকতা ও ভালোবাসায়। এই বৎসরের আনন্দ উৎসবেও বহু দূর থেকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা রইলো ।।

****

|| LOVED ||

Sati Nath

8th June 2021

The antics of Google Maps antics were making me weary. The app kept on changing on me. That's what happens if you don't master a tool — it becomes your master.

I was quite annoyed at myself for not being better prepared. The I-40 bridge at Memphis — one of the two main bridges that link Tennessee to Arkansas, spanning the mighty Mississippi river — was closed due to a crack! My plight was miniscule compared to others. Thousands of people were losing billions of dollars in revenue linked to transportation, whereas I was just trying to get home to Tuscaloosa. But crossing the Mississippi had always been an exhilarating part of my homecomings. Now Google Maps was making the journey a nightmare. In a failed attempt to save me time, the navigation system had pulled me into West Memphis, the poor Arkansas town across the river from its famous namesake. But instead of saving me time, this new route was adding minutes. And still the map app kept changing its mind! Plus, I didn't know how to change the damn setting anyway.

I was driving back from Little Rock, Ark. I had officiated the *Aashirbaad,* or Blessing Ceremony, for my niece-of-heart Toya to William Hupp (called "Billy Babaji" by his future mom-in-law, Pia) on June 4. My youngest son, Alok, drove from Ohio, and my daughter, Chand, drove from Texas to be part of the ceremony. On June 5, my children and Pia's family celebrated my anniversary with much love. Billy Babaji and Toya had cooked a wonderful meal!

I took a left turn at an intersection in downtown West Memphis and pulled over to a curbside spot, parallel to a pizza shop. I put the car in park, even though I was blocking the few cars parked perpendicular to the shop. I knew I would be there just long enough to study the aggravating Google map and memorize my next few moves.

I had just figured out another way to get across the bridge when a strong voice rang out.

"LAY-DEEE, YOU NEED TO MOVE YOUR CAR!"

He was tall, twenty-ish, slender, Black. He was crossing in front of my car, making his way to the other side of the street. I realized he worked at the pizza shop. I looked to my right and, sure enough, passengers were loading up a parked car. I rolled down my window to apologize.

"Sorry! Sorry!" I waved and smiled. He paused, changed direction and came back toward me. He met my eyes and grinned.

"Lady," he said, "your husband must really, really love you."

Huh! What an odd thing to say to a complete stranger! My smile faltered.

He is no longer by my side, whined a small voice inside me.

But another voice grew big and strong, cocked its head at the whiny voice, and asked, *So?* The whine shrivelled and died.

I grinned back at the young lad. Now both our eyes were twinkling, full of fun.

"He does! He does!" I sang.

I shifted gears and drove away. Happy, confidant, LOVED!

I was married to Subhankar on June 5, 1983. He died on February 9, 2018.



|| LAZY BONGS ||

Arnab Ganguly & Abhishek Guha

2022 ::

A couple of lazy bongs got tired of spending their sedentary weekends, which us Bengali(s) crave so much of !! Getting up late from bed, taking hours for your morning tea with some adda, attending to your family needs and commitments and then eventually turning on Netflix after having a full course of “Daal-Bhaat-Macher Jhol” is indeed very attractive and popular Bengali family’s weekend after a tiring work-week!!

Anyways, these two lazy mid-aged bongs decided to re-invent their dormant love for the game of Cricket and decided to start their Saturday mornings with a casual session of Cricket Net practice at Birmingham Alabama. Next big question was where do you practice ? As one knows, Cricket is not very popular in US and so are the practice pitches (they don’t exist !!). These two folks decided to convert a Baseball practice net into a Cricket net by pulling up the net on one side -> twice every day, for every weekend !!

Intent was one would bowl (hopefully 50 balls straight) while the other bats and vice versa... Eventually they ended their first few (actually, several) sessions not being able to deliver even 30 balls before the bowler would be drained out of energy, under the scorching sun of summer... Anyways, playing 30 balls was still a victory for them... This continued over the entire summer of 2022 into the Fall.

Meanwhile they kept on approaching other folks and friends to join, but **it takes a large magnet to pull a Bong out of his bed on a Saturday morning** !! And they didn’t have such a big magnet in 2022 !!

2023 ::

The 2023 season started and with continued trials to approach more folks to participate in this attempted Saturday morning madness, slowly one-two more friends started showing up. Their game started improving and so did their stamina. Soon, there were 10 folks in this venture and the team started shaping up, with some folks good at bowling, some good at batting, some bad at both (like us :P) and some Soccer enthusiasts trying to adapt to Cricket. Eventually this group started their practice with some light soccer and would continue with cricket for next 2 hours with 2 X nets in practice. It would be unfair not to mention the man who holds the record of being bowled 3 times in 1 batting session…





Our “Lagaan” Team with Abhijeet Roychowdhury— the senior-most member of our team!!









Batting and Bowling Sessions



















Dr. Sounick Haldar— "The Sucrose Hunter"

This article is a shout out to all the members of this crazy group who decided AND were able to defy the magnetic pull for a few more hours of extended Saturday morning sleep... One knows how difficult this can be to overcome !! A shout out to all of them who knew they were not at all good at Cricket (or Soccer) but still showed up every morning in 2023 summer just to do the best they could and encourage participation.

Targets for 2024 :: We will try to increase our magnetic pull and rope in in the following folks who are interested to join in, but couldn't defy the inertia of the bed in 2023...

Welcoming all cricket and soccer enthusiasts in Birmingham AL to join in this Saturday morning madness of ours !!







AND MANY MORE !!

****

Subho Bijoya

Why you should buy!

Renting vs Owning

Landlord can increase rent and charge for repairs	Steady interest rates
Moving when your lease ends	Having a sense of stability
No return in investments	Long-term investment
Zero tax benefits	Tax deductions and equity
No freedom to customize	Can be your dream home!



Beena Shah
Real Estate Consultant
205-240-0510
beenaSrealty@gmail.com

SHAHhomeTEAM

kw HOOVER
KELLERWILLIAMS.

|| করোনা বাস্তবতা ||

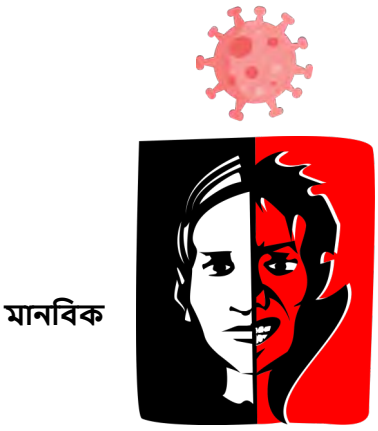
শুভশ্রী নন্দী, আটলান্টা

ধরাতলে এমন একটা অ-সুখের বাতাবরণ ছড়াল, তার নাম 'করোনা'। একদিকে সে দেখাল মানবতার মুখ, অপরদিকে জান্তব। 'চেনা পরিচিত' বা 'কাছের' বলে যাঁদের জেনে এসেছি এদ্দিন, সেই পড়শী 'করোনা' হয়েছে শুনলে প্রায় ঝেঁটা নিয়ে তাড়া করে 'পাড়া ছাড়া করেছে প্রতিবেশীকে। প্রায়শ্চিত্য না করে যেন নিজের ঘরেই নিজেকে নিশ্চিন্তিতে থাকতে দেবে না। এমনও হয়েছে যে নির্বিঘ্নে থাকার জন্য লোকে দীর্ঘবসতির পাড়া ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে একটু শহরপ্রান্তে কোন উদারচেতা আত্মীয়ের কাছে একটু নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে থাকার জন্য।

আতঙ্ক এমন একটা অনিশ্চয়তাবোধের জন্ম দিল, যে প্রতিভাত হল, মানুষ কোথাও বড় বেশীই আত্মকেন্দ্রিক, আত্মচেতনামগ্ন। তখন কলকাতায় সরকারী হাসপাতালে বিনামূল্যে 'টেস্টিং' হলেও বেসরকারী পরিসরে লাগত ৮০০ টাকা। তর সইতে না দিয়ে প্রতিবেশীরা বাধ্য করেছে চটজলদি ব্যবস্থা নিতে, নিছক তাঁদের করোনা সন্দেহের বশে। সেই সন্দেহ নিরসনের একমাত্র পথ হিসেবে, নিশ্চিত করতে চেয়েছে নিজেদের স্বার্থ। বেনোজলে ভেসে গেছে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। আবার এও দেখা গেছে যে পা ভেঙে পরে আছে কেউ তিনতলা ফ্ল্যাটে। চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে যাবার জন্য তাঁকে নামতে দেয়নি পড়শীরা। বিনা চিকিৎসায় ভুল সেট হয়ে যাওয়া হাড় ঠিক করতে তাঁকে অস্ত্রোপচার করতে হয় করোনাবসানে। ব্যাবসা হলেও আত্মীয়ের মত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে , দোরে খাবার যুগিয়েছে আমাজন এর মত কোম্পানীগুলো।দেশে মুনাফা হয়েছে মুদীখানা ব্যবসার। আউটডেইটেড খাবারের ছিঁটেফোঁটাটুকুও পড়ে থাকেনি কোথাও। পড়ে থাকেনি ছিঁটেফোঁটা বিবেকের অবশিষ্টাংশ।

যখন আশার সূর্য অস্তগামী, তখনই ভোরের সূর্য্যের অস্তিত্ব যেন অনুভব করা গেল।

আবার ডাক্তার-নার্স- স্বেচ্ছাসেবী ফ্রন্টলাইনাররা সব ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিপত্তারনী হয়ে নিজের জীবন তুচ্ছ করে। মানুষ কত বৈপরীত্য ধারণ করে তাঁর মনুষ্যত্বের অস্তিত্বের আকরে। সেইজন্যই মানুষ একাধারে একক সত্বায় আত্মমগ্ন ও উচ্চাভিলাষী, স্বার্থপর আবার পশুদের যুথবদ্ধজীবনানুকরণে প্রকৃতির অংশবিশেষ হয়ে তাঁরা সমাজগঠন করে হয়ে ওঠে এক সমাজবদ্ধজীব। এই ভিন্নধর্মীতাকে চার্লস ডারউইনও স্বীকার করে নিয়েছেন তাঁর বিবর্তনবাদের পুস্তকে। 'সার্ভাইভেল অব ফিটেস্ট' যেমন লড়াইয়ের ভিত্তিতে অস্তিত্বজাহিরের কথা বলে, তেমনি পিঁপড়ে, স্থল কাঠবেড়ালী, মৌমাছি, উই পোকার ঢিবি-এদের যুথবদ্ধ কলোনী জীবনের কথাও বলে।



এই বৈপরীত্যের নামই ভারসাম্যতা। করোনা সমাজজীবনের ভারসাম্যতায় বিঘ্ন ঘটালেও, মনুষ্য চরিত্র ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যতায় কোন তারতম্যতার প্রভাব হয়তো আনতে পারেনি। তার **স্বতঃস্ফূর্ত** স্বভাবজ প্রতিক্রিয়ার ভিন্নমুখী প্রতিফলন হয়তো দেখা গেছে অবস্থাভেদের পরিপ্রেক্ষিতে।পরিস্থিতিভেদে সে দেখিয়েছে তার মানবিক ও অমানবিক— দুই মুখই।

****

|| আফ্রিকায় বুনো হাতির খোঁজে ||

জবা চৌধুরী , আটলান্টা

২০২২ সাল। গরমের ছুটিতে কোথাও একটা বেড়াতে যাবার প্ল্যান করার ইচ্ছে যবে থেকে আমার বর স্বপনের মাথায় এসেছে, সেই থেকে ঘুরে ফিরে বিভিন্ন জায়গার নামকে পিছনে ফেলে আবার আফ্রিকা যাবার কথায় আমরা চারজনই হৈ হৈ করে এক বাক্যে রাজি হয়ে গেলাম। যদিও ঠিক একবছর আগে ২০২১ সালে গরমের ছুটিতে আমরা একমাস আফ্রিকার তিনটি দেশে কাটিয়ে এসেছি।

বিদেশের ব্যস্ত জীবনে ভ্যাকেশনে যাবার সুযোগ আসা মানেই, বেড়াতে যাবার নামে একপায়ে খাড়া আমার প্রথম হানা পড়ে নিজের ক্লোজেটে। এক্সসাইটমেন্টে খোঁজাখুঁজি শুরু হয় মনে উঁকি মারা পছন্দের জামা-কাপড়ের। সাথে কিছু গয়না আর মেকআপ তো বটেই ! কিন্তু গতবছর থেকে শুরু হওয়া আমাদের 'আফ্রিকা ফিভার' ভ্যাকেশন, এই ভাব-ধারণাকে পাল্টে দিয়েছে অনেকটা!

আফ্রিকা মানেই ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে গেম ড্রাইভ। সকাল থেকে মনে শুধুই ইচ্ছেদের দাপাদাপি ---আজ কোন পশুদেরকে সবচে' কাছে থেকে দেখবো! এহেনো ভ্যাকেশনে সাজগোজের পাট যে তোলাই থাকে --- এ আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমাদের পরিবারের চারজনের পছন্দের পশুরা আলাদা। হাজব্যান্ডের পছন্দ বিগ ক্যাট--- চিতা এবং লেপার্ড। মেয়ে তৃষার প্রিয় পশু হাতি। আমার পছন্দ সিংহ আর, ছেলে তুতাই এর কাছে সব পশুই অবশ্য খুব প্রিয়। সকালে গাড়িতে বসেই রোজ এক পশলা যে যার মতো করে পশুদেরকে দেখার ইচ্ছের কথা বলি। শুধু তুতাইয়ের পশু-প্রীতি এতটাই বেশি যে, সব প্রাপ্তিতেই সে সমান খুশি। ওয়াইল্ডলাইফ ওর খুব প্রিয় বলে এ নিয়ে অনেক পড়াশোনা করে। তাই আমাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর ওর কাছ থেকেই পেয়ে যাই আমরা।

তবে আমাদের পছন্দ যতই আলাদা হোক, জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে পশুদেরকে দেখার মধ্যে যে আনন্দ তা ব্যক্তিগত পছন্দের অনেক ঊর্ধে, তা আমরা বারবার, বলতে গেলে প্রতিদিনই বুঝেছি।

গতবছর কেনিয়ার বিভিন্ন ন্যাশনাল পার্কে আমরা ঘুরেছি। স্বীকার করতেই হবে, সেখানকার প্রত্যেকটি পার্ক তাদের নিজস্বতায় অনন্য। তবুও আবারও একবার ভালো করে দেখবো বলে আমাদের এবারের লিস্টের প্রথমে ছিল আম্বোসেলী ন্যাশনাল পার্কের নাম।

কাজেই এবার কেনিয়ার জোমো কেনিয়াত্তা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নেমে নাইরোবিতে না থেকে প্রথমেই আমরা চলে আসি অ্যাম্বোসেলী ন্যাশনাল পার্কে। ওই ন্যাশনাল পার্কের ভেতরেই 'সেরেনা সাফারি লজ'। ওখানে আমাদের বুকিং ছিলো প্রথম তিনদিন থাকার। অপূর্ব সুন্দর রিসেপ্শনের সামনে গাড়ি থামতেই নেমে পড়লাম আমরা।

আকাশছোঁয়া বিশাল বিশাল ক্যাকটাসের পাশ ঘেঁষে পায়ে চলা কিছুটা পথ পেরিয়ে আমাদের দুটো কটেজ। ওখানে নিরিবিলি শান্ত দিনের আলোয় নানা আকারের বানরদের এ গাছ থেকে ও গাছে হুটোপুটি। ধীর ভীরু পায়ে চারদিকে সতর্ক চোখ রেখে হঠাৎ একদল হরিণকে (Antelope) চলে যেতে দেখে রূপকথার গল্প মনে পড়েই যায়। এরই মাঝে যখন-তখন জিরাফ আর জেব্রাদের শান্ত পায়ে চলা। আর সূর্য ডুবে যেতেই শুরু নানা সুরে জলহস্তী (hippo), সিংহ, হায়েনা আর বুনো মহিষ (buffalo)দের কোরাস।

লজে ঢুকতেই রিসেপ্শন থেকে জানানো হয় সন্ধ্যের পর সিক্যুরিটির লোক সাথে না নিয়ে রুম ছেড়ে বেরোনো মানা। সারা রাত বাইরে পাহারায় থাকে লজেরই ট্রেইনড লোকেরা। যদিও আগের বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এসব জানাই ছিল, তবুও এরকম পরিস্থিতিতে ধাতস্থ হতে সময় লাগে বৈ কী !

অ্যাম্বোসেলী বুনো হাতিদের জন্য বিখ্যাত। দক্ষিণ কেনিয়ার অ্যাম্বোসেলী ন্যাশনাল পার্কে দেড় হাজারেরও বেশি আফ্রিকান হাতি রয়েছে বলে জানা যায়। ২০২১ সালে অর্থাৎ গতবছর আমরা টলস্টয় নামে ওই ন্যাশনাল পার্কের সবচে' বড় হাতিটিকে দেখি। যার দাঁত এতো লম্বা ছিল যে চলার সময় মাটি ঘষে যেতো। এবারও গিয়ে আমরা সেই হাতিটির খোঁজ করলাম। গাইড জানালো, সে আর নেই। এ বছরের প্রথম দিকে সে মারা গেছে। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো।

গতবছরে আমার তোলা টলস্টয়ের ছবিটা আমার ফোনেই ছিল। গাইডকে দেখালাম ছবিটা। সে বুঝতে পারলো কতটা ইচ্ছে নিয়ে আমরা টলস্টয়কে দেখতে এসেছি। সে নিজেই কয়েকজন রেঞ্জারের সাথে কথা বললো এবং একজন অ্যানিমাল ট্র্যাকারের সাহায্য নিয়ে অ্যাম্বোসেলীর জঙ্গলের এখনকার সবচে' বড় হাতিকে ঠিক কোথায় গেলে দেখা যাবে তা জেনে নিলো।

একটুও দেরি না করে ড্রাইভার গিডে গাড়িতে স্টার্ট দিলো। সাফারি ভেহিক্যাল চলতে লাগলো জোরে। যত তাড়াতড়ি সম্ভব আমাদেরকে পৌঁছতে হবে। পশুরা এখন এখানে তো তখন ওখানে। অনেকটা পথ পেরিয়ে, প্রায় জনহীন কিছু গ্রামের শেষে, অবশেষে দেখা মিললো অ্যাম্বোসেলীর বর্তমানের সবচে' বড় হাতির। তার নাম ক্রেগ। আফ্রিকার বর্তমানের সবচে' বড় দাঁতবিশিষ্ঠ হাতিদের মধ্যে ক্রেগ একটি।

আফ্রিকার জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোকে একটা শিক্ষামূলক সেশন বলেই আমার মনে হয়। সাথে চলা গাইডরা প্রতি মুহূর্তে বিশেষ বিশেষ পশুদের স্বভাবগত দিকের নানা কথা বলতে থাকে, বলে তাদের পছন্দ অপছন্দের কথা এবং এভাবেই আমরা জেনেছিলাম 'ক্রেগ' অন্যান্য হাতিদের তুলনায় অনেকটাই শান্ত প্রকৃতির।

আফ্রিকার জঙ্গলে গেম ড্রাইভ করার আগে পশুদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর কিছু টিপস (tips) জেনে রাখতেই হয়। বাস্তবে সেরকম কোনো পরিস্থিতি এলে আমরা সেসব কতটা করতে পারবো জানি না। কিন্তু জেনে নেওয়াটা অনেকটা বাধ্যতামূলক বলেই আমরা সেগুলো কিছুটা জেনে নিয়েছিলাম।

হাতিরা উঁচু শব্দে খুব বিরিক্ত হয়। তাই হাতিদেরকে কাছে থেকে দেখতে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে নিঃশ্চুপ এবং অনড় থাকাটা সবচে' নিরাপদ।

হাতি সম্পর্কে জানতে গিয়ে জেনেছিলাম--- দিনের বেলায়, হাতি dichromic হয়, যার অর্থ তাদের রেটিনায় দুটি ধরণের রঙের সেন্সর থাকে। তাদের লাল রঙের জন্য এক ধরণের শঙ্কু (cone)এবং সবুজের জন্য অন্য ধরণের শঙ্কু রয়েছে। বর্ণান্ধ (color blind) মানুষের মতোই হাতি দেখতে পায়। তারা নীল এবং হলুদ রঙ দেখতে পারে কিন্তু লাল এবং সবুজের মধ্যে পার্থক্য বলতে পারে না। পরপর দু'বছর আফ্রিকার জঙ্গলে গেম ড্রাইভ করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছিলাম ওখানকার মাসাই সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের পোশাক (চেক প্যাটার্ন-এর উজ্জ্বল লাল, নীল ইত্যাদি রঙের চাদর) পরে নিশ্চিন্তে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, অর্থাৎ ওইসব রঙের সাথে হাতিরা পরিচিত।

আগস্ট মাস মানেই আফ্রিকায় শীত শেষের পথে। হুড খোলা সাফারি ভেহিক্যালে ভোর আর সন্ধ্যার ঠান্ডা ঠেকাতে আমরা কিছু মাসাই চাদর কিনে রেখেছিলাম গাড়িতে। যখন জানলাম ক্রেগ মোটেই রাগী হাতিদের মতো নয়, মনে একটা ইচ্ছে জাগলো। ক্রেগের কাছাকাছি পৌঁছনোর আগেই একটা লাল মাসাই চাদর ওদের মতো করে পরে নিলাম। তারপর বেশ কাছে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ক্রেগ'কে দেখলাম মন ভরে। কী শান্ত তার চাওনি আর আভিজাত্য তার চলায়। আমাদের খুব কাছে এসে একটু তাকিয়ে ধীরে ধীরে আবার চলে গেলো। বুকে একরাশ ভয় আর মুগ্ধতা নিয়ে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম তার যাবার পথে।

ক্রেগ এবং অ্যাম্বোসেলীর অন্যান্য হাতিদের বিশালত্ব এবং সৌন্দর্য্য দেখে মনে পড়ে গেলো আফ্রিকার জঙ্গলের দু'শ -তিনশ' বছরের ইতিহাস। ওখানকার বিশাল আয়তনের হাতিদের দাঁত নানা দেশের ব্যবসায়ীদেরকে প্রলুব্ধ করেছে এবং এতে, যুগের পর যুগ ধরে হাজার হাজার হাতিকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে এবং এখনো হয়। এটি সত্যিই মর্মান্তিক ঘটনা।

মুগ্ধতা আর উদাসীনতায় ভরা একটি বিকেলের শেষে লজে ফিরে আসতে আসতে একটা পিছু টানের মতো ক্রেগের কথাই মনে



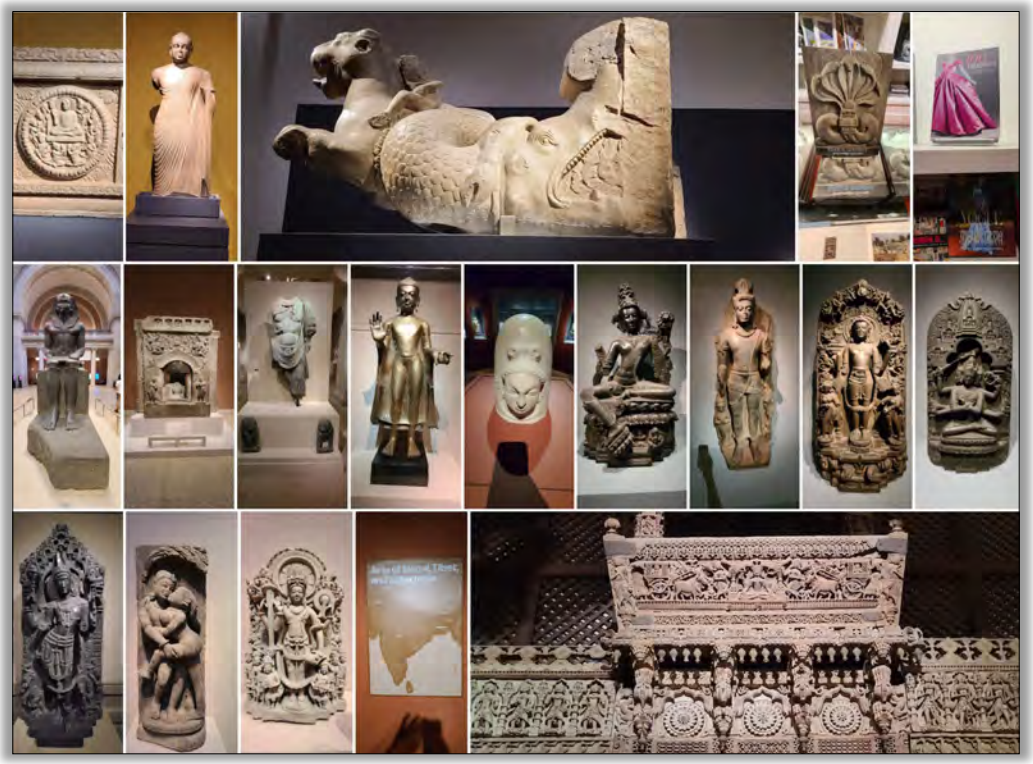
Google Image: Elephants of Amboseli National Park

পড়তে লাগলো বারবার। জানি না আর কখনো দেখবো কিনা ক্রেগকে। প্রার্থনা করি সে বেঁচে থাকুক বহুদিন আফ্রিকার জঙ্গলকে আলো করে।

অ্যাম্বোসেলী, কেনিয়া

২রা আগস্ট, ২০২২

****



By Sanjay Singh (Article @ Page #24)

|| স্মৃতির বালুকাবেলায় ||

Dr. Susmita Dasgupta

পূজো এলেই সেই মধুর স্মৃতিগুলো মনের মধ্যে ভেসে আসে, হারিয়ে যাওয়া শৈশব আর হারিয়ে যাওয়া কৈশোরের সেই দিনগুলো মন খারাপের এক পশলা বৃষ্টি নিয়ে আসে, ঠিক যেন শরতের আকাশ! সেই পূজোর আনন্দের দিনগুলি কোথায় হারিয়ে গেলো? একটা ছোট্ট শহর, নাম কুলটি, যে শহরে ছিল ভারতের প্রথম ইস্পাত কারখানা, ইন্ডিয়ান আইরন এন্ড স্টিল কোম্পানি নাম পরিচিত ছিল, সেখানে আমি আমার শৈশব এবং কৈশোর কাটিয়েছি। ভারী সুন্দর ছিল সেই ছোট্ট শহরটা। আর উৎসবের দিনগুলো ছিল অনন্ত আনন্দের। দুর্গাপূজোর পঞ্চমীর দিন থেকে শুরু হতো স্কুলের পূজোর ছুটি। অবশ্য বিশ্বকর্মা পূজোর পর থেকে শুরু হতো প্রতিমা বানানো দেখা এবং বাড়ি এসে মাকে বিশদ বিবরণ দেয়া। মা, আজকে দুর্গার চোখ আঁকা হলো, মা আজ সিংহ রং হলো। আর রোজ জিজ্ঞাসা কখন আমার নতুন জামা কেনা হবে, চারটি জামা অন্তত চাই, এবার কিন্তু একটু হিল ওয়ালা জুতো চাই, ইত্যাদি ! পাড়ার সার্বজনীন পূজোতে পঞ্চমীর দিন প্রতিমা স্থাপন হতো বিকেলবেলা। তারপর শুরু হতো মাইকে হিন্দি গান! শুধু গান বিরতি পূজোর সকালের দুটি ঘন্টা, তখন হতো পূজোর মন্ত্র আর অঞ্জলি। মাইকে সারা দিন সারা রাত শুনতাম হিন্দি গান! কিশোর কুমার দিয়ে দিন শুরু আর উষা উত্থুপ, বাপ্পি লাহিড়ী ও আশা ভোঁসলে শুনে রাতের নিদ্রা! একবার পূজোতে এক নতুন গায়িকা মাতিয়ে দিলো, "আপ জেইসা কোই মেরে জিন্দেগী মে আয়ে"! সেই গানের সঙ্গে সকলের কি নাচ! অবশ্য কিছু বিখ্যাত ওয়েস্টার্ন বাজতো ! পাড়ার দাদারা সেই লং প্লেইং রেকর্ড গুলো শুনতো পূজোর দ্বিপ্রহরে ! হোটেল ক্যালিফর্নিয়া গানটা শুনেছিলাম প্রথম এক অষ্টমীর দুপুরে, আজও শুনি অন্তত সপ্তাহে একবার!

আমাদের শহরে মোট চারটি পূজো হতো। সবথেকে জাকজমকের ছিল সেন্ট্রাল পূজো যা কুলটি হাই স্কুলে হতো! বিরাট প্যান্ডেল আর মা দুর্গার ডাকের সাজ! আর ছিল সেখানে বিখ্যাত কুলটির পূজোর মেলা যা টানা দু সপ্তাহ ধরে চলতো। এই মেলা আসানসোল এলাকার শিল্প এবং কয়লা খনি অঞ্চলে বিখ্যাত ছিল! অনেক লোক সমাগম হতো! নানা প্রদেশের বস্ত্র এবং হস্তশিল্প বিপনী থাকত, সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল লখনৌ চিকনকারী আর মধুবনী চিত্র স্টল। আর ছিল সর্বপ্রকার খাবারের সম্ভার! সেই ঘ্রাণে অর্ধেক ভোজন সমাপন। বাঙালি খাবার ছাড়া আর সব রকম খাবার পাবে, বাঙালি খাবার শুধু হবে বাড়িতে ! অষ্টমীর ভুরিভোজ আর দশমীর ইলিশ, কত কিছু যে মা রান্না করতেন!

আমাদের পাড়াতে পূজোর সকালে মণ্ডপে শহরের নানা ভাষার মানুষ আসতেন, সকলেই পরিচিত একে অপরের। তারা বিহার অথবা অন্য হিন্দিভাষী প্রদেশের, বেশিরভাগ সময়েই বাংলায় কথা বলতেন। আমার মা আর পাড়ার কাকিমা দের হিন্দি ছিল মারাত্মক! মনে আছে একবার এক বন্ধুর দিদিমা পূজো দেখতে এসেছিলেন, তিনি মিরাটে থাকতেন, বাংলা বোঝেন না। আমার মা তাকে বললেন, "মাসিমা আপ হাটকে হাটকে ঘর মত জাইয়ে, পা ব্যাথা হোগা, সুস্মিতার বাবা গাড়িমে পৌঁছে দেগা".... সেই হিন্দি শোনার পরে দিদিমার মুখের অভিব্যক্তি এখনো মনে আছে!

তখন পূজোর সময় আমাদের পিসতুতো, মাসতুতো ভাই বোনেরা আসতো কুলটিতে, আমাদের আতিথেয়তা, কুলটির মেলা আর অনাড়ম্বর পূজো সকলকে আকর্ষণ করতো বোধহয় ! তপু পিসি আর বড় পিসির থেকে আমার পূজোর উপহার ছিল শুকতারা, আনন্দমেলা, কিশোর ভারতী ! কি আনন্দ হতো বইয়ের গল্প আর উপন্যাস এক নিমেষে পড়তে! একবার সত্যজিৎ সমগ্র উপহার পেলাম, সেই বইটা এখনো আছে যাদবপুরের বাড়িতে, "সোমাকে আশীর্বাদ সহ পিসেমশাই" ! তারা অনেকেই না ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন, ভালো থেকো তোমরা।

আমার দাদা নবমীর পরে এসে পৌঁছাতো, কলকাতার পূজোর আনন্দ সেরে, বন্ধুদের সঙ্গে কলকাতার পূজো পরিক্রমা সেরে ! সে তখন কলকাতায় ডাক্তারি পড়তো। আমার মা সেই পঞ্চমীর দিন থেকে কোলফিল্ড এক্সপ্রেস আসার টাইম এ অপেক্ষা করতেন দরজায়, যদি আজ আসে, যদি আজ আসে! ! সেই অনেকটা অপরাজিত ছবির সর্বজয়ার মতো!

আমার মার অনেকটাই পূজোর সময় কাটতো রান্নাঘরে বাড়ির অতিথিদের জন্য দারুন রান্না করে , আর আমি একদম মুক্ত বিহঙ্গ! সকালে উঠে এক ঘন্টা পড়তে বসতে হতো, তারপর এক দৌড় পূজোর প্যান্ডেলে ! হাতে কালিপটকা আর দোদোমা পটকা, পরনে নতুন জামা আর বাটার নতুন চপ্পল, আর অনেক বন্ধু পরিবেষ্টিত, পৃথিবীর সবথেকে সুখী মানবী! সকালে পাড়ার পূজো আর বিকেলে সেন্ট্রালের পূজো এবং মেলা দর্শন। মেলায় প্রচুর বন্ধুর দেখা পেতাম! অনেকের আবার একই রকম জামা,

কারণ এক দোকানের থেকে পূজোর বাজার, বিশ্বরূপ স্টোর্স! আর তারপর সেই মেলাতে মোগলাই পরোটা, ফুচকা, চূড়মুড়, ভেলপুরি, আলুর চপ, দোসা, কাবাব, এন্তার খাওয়া চলতো! সারি সারি বিশাল খাজা সাজানো থাকতো মিষ্টির দোকানে! কোথা থেকে এত বিশাল খাজা আসতো মনে নেই, বোধহয় উত্তর প্রদেশের কোনো শহর থেকে। কলকাতার মাসি বারণ করতেন মেলার জিনিস না খেতে! তখন কে শোনে তাদের কথা! আহা তুমি জানিলে না এই অমৃতের স্বাদ! কুলটির মেলার মোগলাই পরোটা যে খায় নি, তার জন্য দুঃখ হয়! আর কেউ ফুচকা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন? আমি করেছি, কিন্তু হেরেছি! আমার বন্ধু মনিকা ছিল ফুচকা চ্যাম্পিয়ন! ইতিমধ্যে ভীড়ে প্রতি বছর বাবা অথবা মা হারিয়ে যেতেন। পরের এক ঘণ্টা বাবা বা মা খোঁজা পর্ব বন্ধুদের নিয়ে! তারা তখন নিশ্চিন্তে আড্ডা দিচ্ছেন কারোর সঙ্গে! দেখলেই, বাবা,মা! আর একটু টাকা দাও প্লিজ! আমি এবং আমার বন্ধু টুম্পা বার পাঁচেক নাগরদোলা চড়তাম এক সন্ধ্যায়! এর পর ছিল মরণ কূপের মোটরসাইকেল খেলা দেখা, সমীরণের ভেন্ট্রিলোকুইজম (কথা বলা পুতুল) show দেখা, নবমীর দিন সার্কাস দেখা, কিছুই বাদ যেত না।

এখন অনেক বছর প্রবাসে, কোনো পূজো আর আমার পূজো হয়নি, পূজো আসে, যায়। শুধু স্মৃতি নিয়ে নীরবে নির্জনে পথচলা।

****



By Rupomonjori Guha (Pihu), 2y 11m
Class: Busy Bee,
UAB Child Development Center



By Avraneel Paul (Pihu's Kakai)

|| রূপকথার মতো ||

অভ্রনীল পাল

এক

নিশ্চিন্তপুরের রাজার রাতের ঘুম উড়ে গেছে। তার উপর ছোট রাজকুমারের সাথে বাগবিতণ্ডা মনটাকে কেমন জানি তেঁতো করে দিয়েছে তার। জানলার দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে মন ভারী হয়ে গেলো রাজা বিক্রম সিংহের।

চিন্তা কি এমনিই কিছু কম ছিল? হাজারখানেক সমস্যা। আজকাল তো তার সভায় যেতেই ইচ্ছে করে না। যেদিকেই তাকান, আর যার দিকেই তাকান সবার দুহাত ভর্তি খালি সমস্যা।সেই অগুনতি সমস্যার হাতেগোনা সমাধান নিয়ে একরকম নাকানিচোবানিই খেতে হচ্ছে তাকে।

মখমলের মত কাঠের টেবিলের উপর রাখা বালিঘড়ির দিকে তাকালেন একবার রাজা। রাত প্রায় দ্বিপ্রহর। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

উফ! রাজকার্য উদ্ধারই বটে। চোখের সামনে খালি কাগজ আর কাগজ। ঘুমে প্রায় বুঁজে আসা চোখদুটোকে আলতো করে চেপে ধরলেন তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে।

ঠক ঠক ঠক!

দরজার ওপাশে নরম হাতের আলতো টোকা পড়তে একটু নড়েচড়ে বসলেন বিক্রম সিংহ। গলা দিয়ে একটা আওয়াজ বের করলেন তিনি, যায় অর্থ দাড়ায়, "এসো।"

মসলিনের পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলো চন্দ্রা। স্নেহময়ী দ্বাদশী চোখদুটিকে ঘুরিয়ে দেখে নিল বিরাট ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষটাকে। "ঘুমাওনি বাবা এখনও?"

একটু হেসে তাকালেন রাজা, "এই যে মা, উঠছি এবার।"

" হলো কাজ?" দুহাত কোমরের পিছনে রেখে খাঁটি গৃহিণীর মত প্রশ্ন করে চন্দ্রা।

কাতর দুটো চোখ তুলে তাকালেন রাজা বিক্রম সিংহ, "আর কাজ? দেখই না। এদিকে আয়কর বাড়ায় সভাসদদের দাবি, ওদিকে জনগণের আর্জি। আবার দক্ষিণের সুলতানের তলব এসেছে, সন্ধি করতে চায়। কাজের কি আর শেষ আছে রে মা?"

"আচ্ছা, তুমি ওঠো। আমি গুছিয়ে দিচ্ছি।" টেবিলে ছড়ানো কাগজগলো গুছাতে গুছাতে, প্রদীপের আলোয় ক্লান্ত বাবার দিকে চোখ রাখে রাজকুমারী। গোটা একটা রাজ্যের ভারে ঝুঁকে পড়েছে কাঁধ। জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন রাজা বিক্রম সিংহ।

এই রাতদুপুরে নিশ্চিন্তপুরের সব মানুষ খড়ের হলেও নিজের ছাদের তলায় নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। কোথাও কোনো আওয়াজ নেই, যুদ্ধ নেই, নিঝুম, নিস্তব্ধ রাত্রি। অগাধ শান্তির বাসভূমি তাদের ছোট্ট রাজ্যটি। চন্দ্রার এক বন্ধু বলেছিল, "ইতিহাস সাক্ষী চন্দ্রা, যুদ্ধ-বিদ্রোহ একটা না হলে সে রাজ্য রাজ্য হিসেবে গণ্যই হয় না। রাজায় রাজার যুদ্ধ হবে, হাতি ঘোড়া নিধন হবে, তবে না রাজত্ব!"

কিন্তু না, ইতিহাসের বই আর রূপকথার গল্পকে নিরাশ করে তেমন কিছু ঘটেনি এই নিশ্চিন্ত নিশ্চিন্তপুরে। আর তার সামনে যে চওড়া পিঠটা জানলা দিয়ে আসা রাতের গোটা আকাশটা ঢেকে দাড়িয়ে রয়েছে, এই সেই শান্তি এসেছে তারই উপর পা ফেলে। শতযুদ্ধের আঘাতে ক্ষতবিক্ষ আজ সে পিঠ। অকালেই বার্ধক্যের ভারে নুয়ে পড়েছে যেন। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকার পর চন্দ্রা ডাকে, "বাবা?"

রাজা তখনও হাতে কি একটা কাগজ নিয়ে বিড়বিড় করে হিসেব কষে যাচ্ছেন। চোখ কাগজের উপর রেখেই আওয়াজ আসে "হম?"

আর একবার ডাক দেয় চন্দ্রা, "ও বাবা?"

এবার মনোযোগটাকে কান পাকড়ে মেয়ের দিকে ঘোরান বিক্রম সিংহ, "কি রে?"

"ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলেছো?" থমথমে কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে চন্দ্রা।

 © BAGB 2023

উঠে দাঁড়ান রাজা। পাল্টা প্রশ্ন করে বসেন, "তোর মা রাজবদ্যির পথ্য খেয়েছেন কিনা খবর নিয়েছিস?"

একটু আঁতে লাগে যেনো মেয়ের, একটু জোর দিয়ে বলে, "হ্যাঁ, খাইয়েও দিয়ে এসেছি। তুমি আগে আমার প্রশ্নের উত্তরটা দাও।" নিজের সাহসকে মনে মনে তিরষ্কার করে চন্দ্রা, কিন্তু কিছুক্ষনের জন্য হলেও ভাবতে চায় তার সামনে দাঁড়ানো অতিমানবটি তাদের রাজা নয়, তার বাবা।

"তোর এবার একটা বিয়ে দিতে হবে দেখছি। পাকা গৃহিণী হয়েছিস!"

"বাবা..."

একটা ঘন নিশ্বাস ছাড়েন রাজা বিক্রম সিংহ। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, "কি বলবো বলো তো? রাজকুমার আমাদের বড় হয়েছে। মুখে পাষণ্ডের ভাষা ফুটেছে। ব্যয়ের হাত খুলেছে। সে বিষয়ে অভিভাকত্ব দেখানোয় সভাভর্তি সবার সামনে হুমকি দিয়েছে সিংহাসন ছিনিয়ে নেওয়ার। আরও বলার থাকে কিছু?"

লজ্জায় কুঁকড়ে গেলো চন্দ্রা, বাবার কণ্ঠস্বরে লেগে থাকা উষ্মা টের পেয়ে। আজ প্রতাপ যা করেছে তার ক্ষমা হয়না কোনো। সুলতানের জন্য তোলা ভেটের অংশ নিজের হাতে রাজকোষ থেকে সরাতে গিয়ে ধরা পড়েছে তাদের আদরের, ষোলো বছরের রাজকুমার।

প্রতাপের স্বভাব দিনদিনই অবগতির দিকে ধাবিত হচ্ছে, এ ব্যাপার রাজ্যের কারুরই চোখ এড়ায়নি। কিন্তু ধরা পরেও কণ্ঠোধ্বনী এতটুকু কমেনি তার ভাইয়ের। প্রধানমন্ত্রীকে যথেচ্ছ ভাষায় অপমান করে চলে সে। কিন্তু ধৈর্যের বন্ধ ভাঙ্গে একসময়। একটা হঠাৎ শব্দে নিস্তব্ধ হয়ে গোটা রাজসভা চেয়ে দেখে, নিজের লাল হয়ে যাওয়া গালে হাত ঘষতে থাকা হতবাক রাজকুমার, আর তার সামনে রুদ্রমূর্তিতে দাড়ানো তাদের রাজাকে।

"তাকে যে কারাগারে নিক্ষেপ করিনি, এ তার পরম সৌভাগ্য।" গম্ভীর গলায় বলেন রাজা বিক্রম সিংহ।

শিউরে ওঠে চন্দ্রা। তার বাবার পক্ষে তাও সম্ভব। সৎ মানুষদের এই কারণেই তার ভয় এতো। বড়ো নির্ভীক হয় তারা। তবু বলে, "তোমাকে একটা কথা বলবো বাবা? যদি অভয় দাও?"

"তোর আবার ভয় কিসের রে?" হেসে বলেন রাজা।

"ভাই কিন্তু এসব একা করছে না।" একটু আমতা আমতা করে বলে চন্দ্রা, "ভাইয়ের স্বভাবের অবনতি হয়েছে কিন্তু আমাদের অতিথি নিবাসের নতুন অতিথি আগমনের পর থেকেই।"

"চন্দ্রা!" হুংকার তুলে রাজা বিক্রম সিংহ, "ভেবে বল কিন্তু কথাগুলো। সাধুপুরুষের নামে অভিযোগ আনছো তুমি।"

ভয়ে পায়ের আঙুলগুলি গুটিয়ে আসে চন্দ্রার। ধীরে ধীরে দেখতে পায় তার বাবার জায়গাটা দখল করছে তাদের দোর্দন্ডপ্রতাপ রাজা। কিন্তু আজ তাকে বলতেই হবে। তার ভাই শাস্তি পেয়েছে বটে, তবে সব কুকীর্তির আসল চাবিকাঠি তার হাতে নয়। গলায় জোর এনে বলে, "হ্যাঁ বাবা, ভেবেই বলছি। আমার সন্দেহ ছিল, এবং আমি নিজে কানে শুনেছি রাজকুমারের কানে তুলে দেওয়া সেই ভন্ড সাধূপুরুষের মন্ত্রণা। আজ রাজসভায় প্রতাপ যা যা বলল, তোমার মনে হয়, সেগুলো ওর ভাষা?"

ব্যাপারটা রাজারও যে নজর এড়িয়ে গেছে তা নয়। একমাস হয়ে গেলো, সেই সাধু এসে আশ্রয় নিয়েছেন তাদের অতিথি নিবাসে। রাজভূমিতে কি এক যোগ সম্পন্ন করতে। কিন্তু তারপর থেকে নিত্যদিন কোনো না কোনো অছিলায় তার যজ্ঞ বিঘ্নিত হয়েছে। আজ লগ্ন অশুভ তো কাল নক্ষত্রের অবস্থানে সমস্যা। আর সবথেকে অবাক ব্যাপার হলো তার ঘরে রাজকুমারের নিত্য যাতায়াত। ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগেনি। কিন্তু প্রতাপকে বলতে শোনেনি। আর সাধুসন্ত মানুষ, ওভাবে কি আর বলা যায়?

"কোথায় প্রতাপ? ঘরে?" প্রশ্ন করেন রাজা।

দুদিকে মাথা নাড়ে চন্দ্রা।

"তবে?"

"অতিথি নিবাসে। আমি ডেকে আনবো?" বলে ঘর থেকে বেরোতে যায় চন্দ্রা।

"না" গম্ভীর গলায় হুকুম আসে, "আমি দেখছি।"

ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন রাজা বিক্রম সিংহ, এই রাতের অন্ধকারে অতিথি নিবাসের উদ্যেশ্যে। পিছনে আশঙ্কায়, উত্তেজনায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চন্দ্রা।

দেড়

সুলোচনার কথা গুলো এখনও মাথায় ঘুরছে বিপিনবাবুর। ঘটনার আকস্মিকায় তার বিচক্ষণা স্ত্রী ক্ষণিকের জন্য থমকে গেলেও, পরে সামলে নিয়েছেন।

বিপিনবাবু বারান্দা দিয়ে বেড়িয়ে গেস্টরুমের দিকে যেতে যেতে মাথা নাড়ান হতাশায়। ছেলেটার গায়ে হাত তোলাটা মনে হয় উচিত হয়নি। তাও সবার সামনে।

কিন্তু সত্যিই আজ মাথার ঠিক ছিলনা বিপীনবাবুর। কুমার তার পকেট থেকে টাকা সরিয়েছে বলেও হয়তো তিনি ক্ষমা করে দিতেন তাকে। কিন্তু শান্তশিষ্ট মানুষটার সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়েছে কুমারের মুখের ভাষা। একেবারে বখে গেছে ছেলেটা। আজ সে অসভ্যের মত চিৎকার করতে করতে নিজের দিদির দিকে তাকিয়ে জঘন্য শব্দটা উচ্চারণ করার সাথে সাথে গালে নেমে এসেছিল একটা বিরাশি সিক্কার থাপ্পড়। তারপর আর একটা, তাপর আরও একটা।

এর আগে কোনদিন কেউ এভাবে রাগতে দেখেনি নিরীহ মানুষটাকে। অবাক হয়ে গেছিলেন বিপীনবাবু নিজেও। কিন্তু এখন খারাপ লাগছে। আর ভুল কিছু বলেননি তার স্ত্রী। কুমারের এতো সাহস বীনিতের আগমেনর আগে হয়নি। মেন ব্রাঞ্চের ম্যানেজার বাবুর ছেলে বিনীত। হঠাৎ ম্যানেজার বাবুর অনুরোধ। ছেলে আসছে কোচবিহারে একমাসের জন্য, কি একটা পরীক্ষা আছে। সেই থেকেই বিনীত একমাসের অতিথি তাদের গেস্টরুমে।

কিন্তু ছেলেটির মতিগতি মোটেই ভালো লাগেনা বীপিনবাবুর। এসে থেকে তো পড়াশুনার নামগন্ধ নেই। উল্টে দিনরাত কোনো না কোনো বন্ধু এসে বসে আছে ঘরে। উচ্চস্বরে চলছে গান। নতুন জায়গায় এত বন্ধু জোগাড় করলো কোথা থেকে কে জানে। তিরিশ বছরের বসবাস তার এ পাড়ায়, তিনি নিজেই এত লোকজন চেনেন না। আর তার মাঝখানে সেঘরে গিয়ে জুটেছে কুমার। সারাদিন আড্ডা মেরে যাচ্ছে পড়ে পড়ে। ভুলেই গেছে সামনে ফাইনাল ইয়ার পরীক্ষা। এসব ভাবতে ভাবতে কানের পাশটা আবার গরম হয়ে উঠলো বিপিনবাবুর। ধীরে ধীরে অন্ধকার, পুরনো বারান্দা ঠেলে এগিয়ে চললেন গেস্টরুমটার দিকে।

দুই

ধুণীর থেকে গলগল উঠে আসা ধোঁয়ায় চোখ কিরকম ঢুলে আসে নিশ্চিন্তপুরের রাজকুমার প্রতাপ নারায়ণ সিংহের। সমস্ত শরীর যেন নিস্তেজ হয়ে আসে তার, আর খিদে, বড়ো খিদে পাচ্ছে।

সাধুবাবা তখনও ধুনিতে কি সব গুড়ো দিয়ে যাচ্ছে, আর সেখান থেকেই ভকভক করে উঠছে সাদা ঘন ধোঁয়া। অন্ধকার বাড়ির এই ঘরটায় শীতের রাতে ঠান্ডা যেনো আরো জাঁকিয়ে ধরেছে তাকে। ঢুলুঢুলু চোখে আগুনের দিকে চেয়েই তার আঁচ নেওয়ার চেষ্টা করে সে। তখনও কথা বলে যাচ্ছেন সাধুবাবা। দূর থেকে কানে পৌঁছায় তার হিসহিসে কণ্ঠস্বর।

"রাজাবাবু কি কাজটা ঠিক করলেন, রাজকুমার? সভাভর্তী লোক, তার মধ্যে... ছি ছি ছি! একটা মানসম্মান নেই আপনার?" বলে মুখের তালুতে জিভ ঠেকিয়ে চুকচুক করে শব্দ করলো সাধুবাবা।

রাজকুমারের কানে যেন দূর থেকে আওয়াজটা সাপের শিসের মত শোনালো। মাথার মধ্যে তখনও তার হাতুড়ি মারছে কথাগুলো। আগুন ধরিয়ে যাচ্ছে সারা শরীরে। সত্যিই তো। এরকম অপমান!

সেই অন্ধকার ধোঁয়ায় কুন্ডলীর ভিতরে চারপায়ে হামাগুড়ি দিয়ে সাধু আরও কিছুটা এগিয়ে এলো তার দিকে। একটু একটু ভয় করতে লাগলো প্রতাপের। আজ যেন সাধুবাবার চেহারাটা একটু অন্যরকম লাগছে তার। কঙ্কালের মত, লিকলিকে। কিন্তু ভাবনাটা মাথায় জমাট বাঁধার আগেই ধোঁয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে আবার।

সাধুবাবা তার মুখের খুব কাছে এসে বললো, "তুমিই বলো রাজকুমার, এমন অপমান কি রাজার মানায়?"

"রাজা?" ঘোর লাগা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে প্রতাপ।

খিলখিল করে হেসে ওঠে সাধু, "রাজা নয়? রাজা বিক্রম সিংহের রাজত্ব আর কদিন? তারপরে তো তুমিই রাজা, তাই না?" ধুনির ধোঁয়ায় ভাঁটার মত জ্বলতে থাকা চোখদুটো আবার প্রশ্ন করে, "কি রাজকুমার? রাজা হতে চাও না?"

"হমম।" একদিকে ঘাড় হেলায় প্রতাপ, "চাই তো! তবে..."

"তবে কি?"

"বাবা.. "

আবার সেই ভয়ঙ্কর হাসি হেসে ওঠে বুড়ো সাধুটা, অনেকক্ষণ ধরে। তারপর ঐ পাকানো দড়ির মতো চেহারায় এক অসীম দৃঢ়তা এনে বলে, "সরিয়ে দিতে হবে।"

কথাটায় ঘোরটা হঠাৎ ভেঙে যায় প্রতাপের। কি বললো? কি বললো লোকটা? সরিয়ে দিতে হবে? রাজাকে? মানে, তার বাবাকে?

প্রতিবাদ করতে সাধুর দিকে তাকাতে দেখলো আরও কিছু গুঁড়ো ধুনীর আগুনে ঢেলেছে সাধুবাবা। আরও ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল ঘর। সাধু তখনও বলে চলেছে, "কি রাজকুমার, পারবে না?"

"কিন্তু... কিভাবে? আমি, আমি..."

দরদর করে ঘামছে প্রতাপ, তার ভাবনা আর চিন্তা যেন খাপ খাচ্ছে না কিছুতেই। সাধু যেন বুঝতে পারলো ওর মনের ভাব।

"ভয় পেলে নাকি রাজকুমার?" আবার সেই কালান্তক সাপের মত হাসি, "এ কিন্তু মোটেই কঠিন কাজ নয় কো।"

"নয়?"

"মোটে নয়।" তারপর তার দিকে নিরীহ নিষ্পাপ চোখ মেলে গদগদ স্বরে বলে ওঠে, "কি ভাবলে তুমি? তোমাকে কি শেষমেষ রাজহত্যা করতে বলবো নাকি? আরে ছি ছি! অমন পাপের কথা মনে আনতে পারলে? ছি ছি ছি!"

নিজের অজান্তেই প্রতাপের মন ঢেকে গেল অপরাধের ছায়ায়। সত্যিই তো, কীকরে ভাবল সে এমন কথা? তবে একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো কোথা থেকে। কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ায় ওপারে বসে লোকটাকে নিয়ে মন যেটুকু বাধা দিচ্ছিলো, কেটে গেলো সেই ভাব। যাক! লোকটা তাহলে ভয়ানক কিছু করতে বলছে না। কৌতূহলী রাজকুমার প্রশ্ন করলো, "তবে?"

"রাজার পতন কি খালি রাজা মরলে হয়?" বলে লোকটা ঘুনশি থেকে বের করলো এক প্রকান্ড চাবি। "এটা কি বলো তো প্রতাপ?"

"চাবি..." শিশুসুলভ কণ্ঠে উত্তর দেয় প্রতাপ।

"মূর্খ!" বজ্রের মত গর্জে ওঠে সাধু! "কিসের চাবি?"

"কিসের?" আতঙ্কচাপা গলায় প্রশ্ন করে প্রতাপ।

"রাজকোষের। এই চাবির ওপরেই তো লুকোনো নিশ্চিন্তপুরের মনি মানিক্য। ওগুলো যে এনে দিতে হবে প্রতাপ।"

সাধুবাবার কণ্ঠে যে আদেশ ছিল তা অমান্য করার সাধ্য প্রতাপের নেই। "আ...আমাকে?"

"হ্যাঁ। তোমাকেই তো। কাল রাজার ঘর থেকে ভেট যাবে সুলতানের কাছে। সব রাখা আছে ওখানে। ওগুলো আজ রাতে যদি হাপিশ হয়ে যায়? কি হবে ভাবতে পারছো?"

একটু একটু ভাবতে পারছে প্রতাপ। সুলতান ভেট না পেলে ছেড়ে দেবে না রাজা বিক্রম সিংহকে, ছাড়বে না তার সাধের নিশ্চিন্তপুরকে। সব বুঝতে পারছে, তবু বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নেই তার। কিসের আচ্ছাদনে জানি ঢেকে আছে তার চিন্তাভাবনা, তার বিবেক, তার বুদ্ধি।

সাধু আবার এগিয়ে এসে নাকের ডগায় ঝুলাতে থাকে চাবিটা। "কি হলো? নাও! আজ রাতের মধ্যেই তো..."

কিন্তু সে কথা আর শেষ হলো না সাধুবাবার। বজ্রের আক্রোশে, সশব্দে খুলে গেল ঘরের বন্ধ দরজা। প্রতাপ আধো ঘোর আর আধো বিস্ময় মাখা চোখে তাকিয়ে দেখে দরজা জুড়ে দাড়িয়ে এক বলিষ্ঠ ছায়া। পাশে তাকাতেই দেখলো আতঙ্কে কুঁকড়ে গেছে সাধুর দেহ। প্রতাপ যেন এই অসাড় করা ভয় আর ধোঁয়ার কুণ্ডলির মাঝে অবাক হয়ে কিছুটা ভরসা খুঁজে পায় ছায়মুর্তিটা দেখে। সারা ঘর জুড়ে ঘুরতে থাকা সাদা চাদর কেটে এগিয়ে আসে সেই ছায়ামূর্তি, আর ধকধক করে জ্বলতে থাকা তার চোখদুটো। এগিয়ে আসে নিশ্চিন্তপুরের নৃপতি, তার বাবা, রাজা বিক্রম সিংহ।

আড়াই

দড়াম করে দরজাটা খুলে ঘরে ঢুকেই একবার চারিদিকটা চোখ বুলিয়ে নিলেন বীপিনবাবু। ঘর ঢাকা ধূসর ধোঁয়ার চাদরে। মেঝেময় ছড়িয়ে আছে ছাই আর খালি কাঁচের বোতল। অগ্নিচক্ষে দেখে নিলেন খাটের বালিশে শরীর এলিয়ে থাকা বিনীত, আর তাকে দেখে চেয়ারে আতঙ্কে জমে কাঠ বসে থাকা কুমারকে।

তারপর একটাও কথা খরচ না করে, সোজা কুমারের জামার কলার পাকড়ে হিড়হিড় করে টেনে বের করে আনলেন ঘর থেকে। লজ্জায় মাথা নত করে আছে তার সুপুত্র। পিছন থেকে তখনও আকুতি করে যাচ্ছে বিনীত, "কাকু, কাকু ছেড়ে দিন ওকে। প্লিজ।"

অন্ধকার বারান্দায় কিছুক্ষনের জন্য থমকে দাড়ান বিপিনবাবু। আর তারপরই বজ্র নির্ঘোষ কণ্ঠে আদেশ দেন, "বিনীত, তোমার জামা কাপড় গুলো গুছিয়ে নাও। আমি কাল স্টেশনে ছেড়ে আসবো তোমাকে।"

তারপর কিছুটা এগিয়ে আবার ঘুরে বললেন, "আমি ফোনে কথা বলে নেবো তোমার বাবার সাথে।" বলে আবার কুমারকে টানতে টানতে নিয়ে চললেন ঘরের দিকে।

তিন

রাজমহলের ঝুলবারান্দায় পাথরের মত দাড়িয়ে, সামনের দৃশ্যটা দেখতে থাকে চন্দ্রা। নিশ্চিন্তপুর আর নিশ্চিন্তে নেই। সামনে বিশাল প্রান্তর জুড়ে পড়ে রয়েছে যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন। আজ তিন দিন, তিন রাত ধরে চলছে এ যুদ্ধ। হাতি ঘোড়া, পাইক বরকন্দাজ, সবাই মিলে তুলেছে অস্ত্রের ঝঙ্কার। রাজপ্রাসাদের সামনেই তাদের রাজ্যের জন্য এক এক করে প্রাণ দিয়েছে কত সৈন্য। এ দল, ও দল, দু দলেরই কত জীবন হারিয়ে গেছে বিনা কারণে। কত চোখ আশা করে ছিল এ যুদ্ধের পরিণতি দেখার জন্য। পারেনি, বুঁজে এসেছে। নিস্ফল পরিণতির দিকে চেয়ে কথাগুলো ভাবে চন্দ্রা।

হঠাৎই টের পায় পাশ থেকে হাত খামচে ধরেছে তার মা। বয়সের ভারে জির্ণ মানুষটার বার্ধক্য যেন বেড়ে গেছে কয়েক সপ্তাহে। করুন চোখে চন্দ্রার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন মহারানী বিভাবরী দেবী, "চলে আয় মা। রাতের আঁধার থাকতে থাকতে আমাদের পালাতে হবে এ প্রাসাদ ছেড়ে। নইলে সুলতান কাউকে আস্ত রাখবে না।"

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নেয় চন্দ্রা। ঘুরে তাকায় শুণ্যপ্রায় যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। আবার অনুরোধ করেন রানী, "চলে আয় মা। তোর স্বামী আছে, সন্তান আছে, তারা তোর রাজ্যে পথ চেয়ে বসে আছে তোর অপেক্ষায়!"

"আমার রাজ্য?" জ্বলন্ত চোখে চন্দ্রা ঘুরে তাকায় মায়ের দিকে। সে আজ আর রাজকুমারী চন্দ্রা নয়, এক পরিপূর্ণা নারী। বিজয়গরের রানী চন্দ্রাবতী দেবী। "আর এটা? এটা আমার রাজ্য নয়?" চন্দ্রা করুন চোখে তাকায় একটু দূরে পড়ে থাকা আর একটা নিশ্চল দেহের দিকে। শুয়ে আছে যুদ্ধে পরাজিত রাজকুমার প্রতাপ নারায়নের দেহ। বিড়বিড় করে বলে ওঠে চন্দ্রা, "ও একা সুলতানের অর্ধেক সৈন্য নিকেশ করেছে। আর আমি? আমি পালিয়ে যাবো আমার জন্মভিটে ছেড়ে?" নিরব মহারানী। যন্ত্রণায় নত হয়ে আসে মায়ের চোখ।

চন্দ্রা বারান্দা দিয়ে নিচে তাকিয়ে দেখে রাতের অন্ধকার আর চাঁদের আলো মেখে থাকা যুদ্ধভূমির দিকে। দৃঢ়কণ্ঠে বলে, "আর যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি, মা।"

সুলতানের সেনা তিন দিন, তিন রাত ধরে আঘাত হেনে গেছে নিশ্চিন্তপুরের বুকে। সে আঘাত রুখতে রুখতে আজ লড়াই এসে দাড়িয়েছে তাদের প্রাসাদের আঙিনায়। গোটা রাজ্যের ইতিহাস, বর্তমান, ভবিষ্যত সবটুকু আগলে দাড়িয়ে আছেন বিক্রম সিংহ। বৃদ্ধ, জীর্ণ, আহত, তাদের রাজা।

তরবারিতে ভর রেখে কোনমতে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন রাজা বিক্রম সিংহ। কিন্তু অবশ হয়ে আসা হাত সাথ দিচ্ছে না আর। গত এক প্রহর বারবার মুখোমুখি হয়েছে তার আর সুলতানের তরবারি। ধাতুর সাথে ধাতুর মিলনে রাতের আঁধারে ঝলসে উঠছে স্ফুলিং। একে একে পড়ে গেছে সব প্রতিরক্ষা, সকল প্রতি আক্রমণ। তবু তিনি থামেননি। চালিয়ে গেছেন লড়াই।

মাথা তুলে তাকান সামনের মানুষটার দিকে। একটু একটু নড়ে, ধীরে ধীরে উঠে বসেছে সুলতান বিলয়েত খাঁয়ের শরীর। হাপাচ্ছে, উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। মনে মনে হাসলেন একবার রাজা। ভাবলেন, "এ রাজ্যের শিরদাঁড়ার জোরকে বড্ড কম ভেবেছিলে, সুলতান।"

কিন্তু এবার যুদ্ধটা আর অস্ত্রের না। শত আঘাতে জর্জরিত দুটো দেহের কোনটি উঠে দাড়াতে পারে, যুদ্ধের পরিণতি নির্ভর করে আছে তার উপর। শতরঞ্জের খেলায় গজ, নৌকা সব হারিয়ে গেছে, লড়াই খালি রাজায় রাজায়।

একটা যন্ত্রণার স্বর তুলে আবার উঠে দাঁড়ানোর বৃথা চেষ্টা করেন রাজা। না। পারেননা না। ধীরে ধীরে দেখেন দুপায়ে টলতে টলতে তার অবশ দেহটার দিকে এগিয়ে আসছে সুলতান বিলায়েত খাঁ। তরবারি আর ঢাল হাতে। হাতে জোর নেই তারও। অবশ হাতে ধরা অস্ত্র কোনমতে পাথরের চাতালের উপর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে আসছে তার দিকে। নাহ, আর কিছু করার নেই রাজার। বৃদ্ধ শরীরের সমস্ত অলিগলি খুঁজেও সন্ধান পেলেন এতটুকু শক্তির। তবে মনে মনে কিছুটা পরাজয়ীর গর্ব অনুভব করলেন তিনি। রণক্ষেত্র তাকে হারাতে পারেনি। হারিয়েছে বার্ধক্য, জরা।

আরও এগিয়ে এসেছে সুলতান। উদ্যত তার তরবারি। কালের অমোঘ নিয়ম মেনে চোখ বুঁজে ফেলেন রাজা বিক্রম সিংহ। নিয়তির শাস্তি ক্ষুরধার হয়ে নেমে আসার অপেক্ষায়।

আধো জোছনায় আলো-আঁধারি মাখা রণাঙ্গনের দিকে বিহ্বল চোখে চেয়ে থাকে চন্দ্রা। আজ ভূপতিত তাদের ভূপতি। নিস্তব্ধ রাত্রে শুধু শোনা যাচ্ছে ঘন নিশ্বাস আর পাথরের উপর ঘষটে আসা তরোয়ালের আওয়াজ। চোখ বুঁজে ফেলতে চায় সে, পারেনা। অনুভব করে মা আরও জোরে খামচে ধরেছে তার হাত। চন্দ্রা অসহায় চোখে তাকাল ভাইয়ের নিথর দেহটার দিকে। কিন্তু... কোথায়?

চোখ বন্ধ অবস্থাতেই রাজা শুনতে পান, সেই আলো আঁধারি চিঁড়ে এগিয়ে আসে আর একটা জান্তব ধ্বনি। তারপরেই শব্দ, ঠং, ঠং, ঠং।

অবাক চোখ মেলে তাকান রাজা। তার সামনে দাঁড়ানো অসহায় সুলতান কোনমতে ঢাল দিয়ে আড়াল করার চেষ্টা করছেন নিজেকে মুহুর্মুহু আছড়ে পড়া তরবারির কোপ থেকে। আর পাগলের মত সেই ঢালের উপর আঘাত হেনে চলেছে তার রাজকুমার, প্রতাপ নারায়ণ সিংহ।

একহাঁটুতে ভর দিয়ে, ঢাল ধরা হাতটা তুলে কোনোভাবে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বিলায়েত খাঁ। আর আহত সিংহের মতো গর্জন করে তার উপরে বারবার আছড়ে পড়ছে প্রতাপ। একটু একটু করে আলগা হয়ে আসছে সুলতানের প্রতিরক্ষা। আর শেষ আঘাত হানতে তরবারি উদ্যত করলো প্রতাপ।

নিশ্চিন্তে চোখ বুঁজে নিলেন রাজা। তিনি জানেন এ আঘাত থামবে না। সেদিনের সাধুর মুঠি থেকে উদ্ধার করে আনা নির্বোধ রাজকুমার আর এই যোদ্ধার মধ্যে মিল সামান্যই। এ ছেলে নিজেকে ইস্পাত দিয়ে গড়েছে একটু একটু করে।

চোখ বন্ধ অবস্থায় রাজা শুনতে পেলেন, নিস্তব্ধতা। থেমে গেছে তরবারির ঝঙ্কার। আর পরক্ষণেই সেই নিস্তব্ধতা খানখান করে ফেললো এক বিজয়ীর উল্লাস, এক রানীর কণ্ঠে ওঠা জয়ধ্বনি, আর এক রাজার নিশ্চিন্ত দীর্ঘশ্বাস। নিশ্চিন্তপুর নিশ্চিন্ত আজ।

সাড়ে তিন

বিপিনবাবু বৃদ্ধ আঙ্গুলগুলো একবার বুলিয়ে গেলেন টেবিলের উপর রাখা কাগজগুলোর উপরে। এতে কি লেখা আছে তা তার ঝাপসা হয়ে আসা চোখের আড়ালে নিরুদ্দেশ। সামনে তাকিয়ে একবার দেখলেন মুখে পান ঠোসা প্রোমোটার আর জমির দালাল বিজন সেনকে। ক্ষুধার্ত শকুনের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার হাতে ধরা দলিলটার দিকে।

"কি অত ভাবছেন বিপিনবাবু? আপনার মেয়েটাকে বাঁচাতে হবে তো নাকি?"

বুকের কাছটা আবার খামচে ধরলো কেউ। এত তাড়াতাড়ি সব কিছু হয়ে যাবে ভাবতে পারেননি বিপিনবাবু। কিডনির জোর

হারিয়ে মেয়ে আজ একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর দোরগোড়ায়। বাবার কাছে আরও যন্ত্রণার আছে কিছু?

তিন রাত ধরে লড়াই করছে তার মেয়ে। এবার ক্লান্ত হয়ে গেছে। ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছেম। এখনই কিডনি ট্রানসপ্লান্ট করতে হবে। আর কোনো উপায় নেই বাঁচাবার। সেই থেকে তন্নতন্ন করে খোঁজ চলছে ডোনারের। পাওয়া যায়নি। দুষ্প্রাপ্য রক্তের গ্রুপ তার মেয়ের। এত কম সময়ের নোটিশে ডোনার জোগাড় করা যায়নি। সম্বল নিতে হয়েছে কালোবাজারির। এবং তার মূল্য…

হাতে ধরা দলিলটা আর একবার দেখেন বিপিনবাবু। সারাজীবন ধরে একটু একটু করে গড়ে তোলা দু কাঠার রাজত্ব আজ রাজা বিক্রি করতে এসেছেন সওদাগরের কাছে। রাজকুমারীর জীবনের বিনিময়ে।

"বিপিনবাবু, সময় কিন্তু হাতে কম। কি অত ভাবছে এই বাজারে এই দর আপনি পাবেন?" পানটাকে মুখের এপাশ থেকে ওপাশে নিয়ে যেতে যেতে আবার তাড়া দেন প্রোমোটারটি।

হাতে কলম তুলে নেয় বিপিনবাবু। নরম কাগজের উপরে পেনের আঁচড় কাটতে যাবেন, সাথে সাথে বেজে উঠলো মোবাইলটা। কুমার। মনটা আরো ভেঙে গেলো বিপিনবাবুর। শেষ তিন দিন তিন রাত ধরে যুদ্ধে ক্লান্ত কুমার নিজেও, বিপিনবাবু জানেন সেটা। সব হসপিটাল, সব ডোনার লিস্ট চুরে ফেলেছে সে, দিদিকে আর একটিবার চোখ মেলতে দেখবে বলে।

ফোনটা কেটে দিলেন বিপিনবাবু। এই সময় এই খবর দেওয়ার মত মনের জোর আজ নেই তার।

কিন্তু আবার বেজে উঠলো ফোন। প্রোমোটার আর দালাল দুজনেই বিরক্ত হলেন বেশ। ফোনটি কানে তুললেন বিপিনবাবু, "হ্যাঁ, বল…" তার কথা শেষ করার আগেই ওপাশ থেকে উত্তর এলো।

"বাবা, জোগাড় হয়ে গেছে।" হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কুমার।

কেঁপে উঠলেন বিপিনবাবু। কি বলছে কি ছেলেটা? উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু কিভাবে?"

"সে সব পড়ে বলছি তোমাকে। কপাল জোরে একটা সুযোগ পেয়েছি বাবা। দিদিকে বাঁচাতেই হবে। তুমি আমার একাউন্টে যে টাকাটা কাল পাঠালে খালি ওটুকু নিয়ে এসো এখুনি হসপিটালে। প্লিজ বাবা, দেরি করো না।"

দুচোখ ভিজে গেলো বিপিনবাবুর,এক পাহাড় দুশ্চিন্তা যেন নেমে গেলো বুক থেকে। কান্নাভেজা গলায় বললেন, "কি করে করলি, বাবা? এ যে অসাধ্য সাধন।"

একটু থামে কুমার। বাবার গলার আবেগ অনুভব করে ভিজে যায় তার দুগাল। তবু গলা কঠিন করে বলে, "তুমি চিন্তা করো না। এক কলিগের এক পরিচিতা কাল রাতেই মারা গেছেন। দিদিরই ব্লাড গ্রুপ। টেস্ট করে জেনেছি কমপ্যাটিবল ডোনার। কলিগটি অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ব্যবস্থা করেছে। এদিকে সব রেডী। দিদিকে ওটির জন্য রেডী করছে। প্লিজ বাবা, একটু জলদি করো।"

ফোন রেখে উঠে দাঁড়ালেন বিপিনবাবু, সামনে বসা দুজনকে অবাক করে, "কি হলো স্যার? কোনো খারাপ খবর?" প্রশ্ন করে পানখেকো প্রোমোটার।

হাতের মুঠোয় নিজের রাজত্বটুকু চেপে ধরে তাদের দিকে একবার দেখে নিলেন বিপিনবাবু। ঠোঁটের কোণে একটা কঠিন হাসি টেনে বললেন, "আমার নিশ্চিন্তপুর আজ বিক্রি হবে না। নমস্কার।" বলে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেলেন ঘরের পর্দা উড়িয়ে। কারও জন্য অপেক্ষা করার সময় নেই তার। তিন দিন আর তিন রাতের যুদ্ধ শেষ হয়েছে আজ। নিস্তব্ধ মনের রণপ্রাঙ্গণে বিপিনবাবু শুনতে পাচ্ছেন জয়ীর বিজয় উল্লাস!

*****সমাপ্ত*****

Bio: Avraneel Paul is a researcher and a storyteller. Alongside his mission to comprehend and combat the ancient bacterial disease, Tuberculosis, he is equally enthusiastic about scientific communication, creative fiction writing, podcasting, and content creation. He believes that from the dawn of human history until today, we have always been surrounded by fairy tales - some real, some fictional. Here, he presents one of them.

|| LOVE IN THE LIBRARY ||

Radha and Krishna have been in a Birmingham reading room since 1929

Glenny Brock

The scene is a soaring vision: Krishna wears a blue robe trimmed in gold fringe; he dons a colorful crown and plays a bamboo flute. Radha dances near him, beaming — one arm outstretched, as if she hoped to grab hold of the breath he was making into music; one toe pointed at the earth, as if to let her rhythmic steps move the world beneath their feet. Their eyes are locked in a loving look. The painting would not be out of place at any Hindu house of worship or in the pages of an illustrated *Bhagavad Gita.* But it has been on display in downtown Birmingham, Ala., for almost a century, along with 16 other murals that decorate the reading room of the Linn-Henley Research Library.

Birmingham was founded in 1871, but 15 years passed before there was anywhere a reader could borrow a book. The first lender was not a librarian but the superintendent of the city schools; the first library was just a set of shelves in his downtown office, in a building adjacent to Birmingham High School (BHS). The first patrons were the people who could get in the door: That meant only BHS students and teachers until 1891. That year, the collection went public and any Birminghamian — any *white* Birminghamian — could pay $2 for an annual subscription that included borrowing privileges. (The first library for Birmingham's Black citizens opened in 1898.)

At the turn of the 20th century, the stock of books and periodicals had outgrown John Phillips' office and was moved to the fourth floor of City Hall. The newly formed Birmingham Public Library Association put an end to paid subscriptions, declaring it "free forever after." But most of the holdings were reduced to ashes in a 1925 fire that destroyed the upper floors of City Hall. Two years later, a new building was erected at the edge of what was then called Woodrow Wilson Park. The four-story structure was clad in Indiana limestone and fashioned in a neoclassical style.

In 1929, city officials and library leadership commissioned the artist Ezra Winter to create fairy tale murals for the children's department and depictions of world literature for the main reading room. Winter portrayed a scene from Hindu scripture by showing a moment of the soul-love between Krishna the cowherd and Radha the milkmaid.

India's all-time favorite couple is surrounded by legends from several other realms. Confucius sits nearby, beneath a flowering tree. Dante and Virgil are shown in profile, preparing to walk into Hell. Lancelot is shown on a galloping horse, as is Don Quixote, whose squire Sancho Panza has to make do with a donkey. But the best mount in the room belongs to Bellerophon — the muralist has captured the mythological moment when the poet captured Pegasus, the O.G.winged horse.

Winter painted all of the murals in his New York studio, but traveled to Birmingham several times to supervise their installation. The separate illustrations show 17 different settings — ranging from Egypt to Scandinavia — but the artist added decorative borders and ceiling designs that unify the room into a single massive composition.

Winter was born and raised in Michigan, then graduated from the Chicago Academy of Fine Arts. He spent a half a decade in Europe, including a three-year stint at the American Academy in Rome. He had arrived on the continent most interested in portraiture, but one look — and then another and another — at the work of French muralists inspired a broader ambition. Murals became his life's work once he returned to America. Beyond the Birmingham Public Library, Winter's work elsewhere suggests he delighted in oversized subjects: A mural at Radio City -

Music Hall depicts the Fountain of Youth; another at the Library of Congress captures *The Canterbury Tales*. You get the idea that no epic was too big and no wall was too small for him to make a mural of it.

His vivid life ended badly and too soon. While working on a mural in his Connecticut studio, Winter stepped backward off a scaffold, fell, and broke his tailbone. The resulting injuries left him unable to paint and being unable to paint left him unwilling to live. He died by suicide in 1949.



I don't dwell on the artist's death, except to daydream that his fate was like something out of a myth or fable, just another scene from the literature he loved. None of his murals show a character's final moment. Rather we see the most telltale times of their lives. At least in the library. At least with Radha and Krishna. The picture doesn't give away the end of the story. Instead, it serves as an opening. Winter's mural was probably the first — if not the only — exposure to the Gita for generations of Birminghamians. At least it was for me. What a gift to learn about love like this, in the library, with all the art and literature in the world within reach.

****

|| ফিরে দেখা ||

BAGB


Durga Puja_2009


Durga Puja_2010


Durga Puja_2011


Durga Puja_2012

|| ফিরে দেখা ||


Durga Puja_2013


Durga Puja_2014


Durga Puja_2014


Durga Puja_2015


Durga Puja_2016

|| ফিরে দেখা ||


Durga Puja_2017


Durga Puja_2018


Durga Puja_2019


Durga Puja_2020


Durga Puja_2020

|| ফিরে দেখা ||

BAGB







|| BAGB's Initiative for Sculpting New Durga and Saraswati Idols ||

Arnab Ganguly

The Bengali Association of Greater Birmingham (BAGB) have been worshipping our Maa Durga and Maa Saraswati idols for more than 15 years now and time was ripe for a renovation of the idols. This year (2023), BAGB management have taken upon an initiative to collaborate directly with Kumartuli sculptors in Kolkata (India) to sculpt a brand new Maa Durga and Maa Saraswati idol made of Fiberglass as per specifications of BAGB.



The process of vendor selection and ensuring the offers received were as per BAGB specs was carefully thought of and evaluated. Three vendor offers were considered and the best one out of them was chosen.

Specifications : BAGB's Maa Durga and Saraswati Idols are a bit unique as BAGB prefers to keep the idols inside their respective package boxes and convert the frame of the packages into pandals. This allows lesser handling of the idols which increases the longevity of respective idols. This concept of a "modular pandal" was designed and implemented by our beloved Subhankar Da (Dr. Subhankar Bandopadhyay) which allowed ease and flexibility in handling the idols, and quickness in assembling the pandals at the venue.

BAGB has decided to continue with the same design concept for both these idols; just the scale and size will be bigger for the new idols.



Furthermore, special focus was put into use of premium quality materials such as Plywood (of marine grade), wooden frames for supporting structure, Arms (Ostro) of brass, use of Velvet linings, and ensuring a set of spare ornaments for future needs. The dimensions of respective idols were carefully evaluated and package/ transport height was finalized to be within 6 feet in order to ensure easy loading and unloading to and from trucks and storage places.

BAGB have selected reputed sculptor of Kumartuli Mr. Prosanto Pal for this venture and is very excited to see the progress and outcome of this venture.

We would like to express our heartiest thanks and gratitude to Mr. Anirban Nath (Raghu Da) and Mr. Prabal De (Prabal Da) for Liaoning this project on BAGB's behalf, who have helped us in the vendor selection and finalization process and will be helping us in the next stages to come as well.







From Left Mr. Prosanto Pal, Mr. Anirban Nath (Raghu Da) and Mr. Prabal De (Prabal da)

Next steps : We are going to follow through with our sculptor (Mr. Prosanto Pal) in the next few months and hash out all the nitty-gritty. A pre-shipment con-call to inspect the final Idols before packaging/shipping will be arranged where BAGB members can join in and observe. Target is to ship both idols by November 2023 so that the idols arrives at Birmingham Alabama by early January 2024.

Once the Idols arrives, BAGB members will start working on the pandal design and implementation. The common goal is for 2024 Saraswati Puja to be done with new Saraswati Idol followed by Durga puja 2024. Of course, variables like shipping time, paperwork customs, and other logistical factors can add time and needs to be considered.

FUND RAISING INITIATIVE:

Since BAGB is a non-profit organization, a fund raising initiative has been put into place for anyone interested to voluntarily contribute towards this BAGB initiative.

Key points to highlight are :

This is a voluntary ask.

Any donated amount is welcome and is highly appreciated.

Following Sponsorship Categories will be recognized in BAGB 2024 Annual magazine:

* Platinum Sponsors - $1000 or more
* Diamond Sponsors - $500 - $999
* Gold Sponsors - $250 - $499
* Silver Sponsors - $100 - $249

Here below is the QR code to VENMO funds to BAGB. Please ensure to type in your <**RI_FUND**> in the comments section of the VENMO transaction.

Treasurer BAGB

@Treasurer-BAGB

Once again, we highly appreciate all of our supporters and donors for contributing to our initiative.

Thank you,

Arnab Ganguly

(BAGB EC 2023)



BAYLEAF
Modern Indian Cuisine & Bar



205.777.3070 (Restaurant) bayleafgm@thespicelibrary.com

1024 20th St S Unit 101, Birmingham, AL 35205













www.bayleafbham.com

We are now offering convenient delivery to your doorsteps!



We Offer Custom Caterings For All Occasions

Silver Coin Indian Grill

Silver KATI
INDIAN STREET FOOD

🌟 Indian Culinary Excellence: Savor the Peak of Flavors by Celebrity Chef Ravi 🍴

🍽️ Exceptional Catering: Crafted for Your Special Moments 🎂

🥞 Live Dosa Mastery: Fresh and Unrivaled Flavors 🍽️

🎉 Event Elevation: Host Unforgettable Gatherings in Our Versatile Banquet Hall 🏛️

☎ For reservations and inquiries.
Call +1 (321) 266-8883









www.silvercoinusa.com
www.silverkati.com